NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টিবেদন
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পথে প্রান্তরে
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্ধেক আকাশ তিলোত্তমা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু শীতের

পার্ক স্ট্রিট চত্বরে হোটেল-লজে বিশেষ নজরদারি কলকাতা পুলিশের ৩

কলকাতা ১৩ নভেম্বর ২০২৫ ২৬ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.11.2025, Vol.19, Issue No. 152, 8 Pages, Price 3.00

জোরালো হচ্ছে জঙ্গিহানার তত্ত্বই, হরিয়ানার গ্রামে মিলল উমরের দ্বিতীয় গাড়ি

প্রজাতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ছক

নকশা ধারাবাহিক নাশকতার, উদ্ধার বিপুল আরডিএক্স

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: ১০ নভেম্বর নয়। দিল্লির লালকেল্লায় হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল গত ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনই। হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল আহমেদের ফোন ঘেঁটে তেমনই ইঙ্গিত পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। কারণ, ওই ফোনে গত জানুয়ারি মাসে লালকেল্লার সামনে একাধিক সন্দেহজনক কার্যকলাপের তথ্য মিলেছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, প্রজাতন্ত্র দিবসের লালকেল্লাই ছিল হামলাকারীদের প্রধান লক্ষ্য। সেই ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের ছোট অংশ হতে পারে গত সোমবারের ঘটনা। যদিও এই মুহূর্তেই তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্ত নতুন মোড় নিল বুধবার। হরিয়ানার খাণ্ডওয়ালি গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অন্যতম সন্দেহভাজন উমর নবির দ্বিতীয় গাড়ি। লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট গাড়িটির খোঁজে সকাল থেকেই দিকে দিকে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। হরিয়ানার একটি বাড়ির সামনে থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার গতিবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়িটির ভিতরে বিস্ফোরক পদার্থ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ। ফলে আপাতত তা নিয়ে সতর্ক তদন্তকারীরা।

এদিকে, লালকেল্লার ধাঁচে রাজধানীর বুকে ফের গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপুল প্রাণহানির ছকও ছিল। কিন্তু এবার আর জিহাদিদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে গিয়েছে। দুই সন্দেহভাজন জিহাদিকেও গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, লালকেল্লার ধারে যেভাবে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, সেই একই ভাবে বিস্ফরণ ঘটানোর ছক ছিল জিহাদিদের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি রাজধানীর বুকে সিরিয়াল বিস্ফোরণের ছক ছিল জিহাদিদের। সেক্ষেত্রে রাজধানীর বুকে আরও বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আপাতত ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

লালকেল্লার পাশে বিস্ফোরণের পর রাজধানী জুড়েই শুরু হয়েছে ধরপাকড়। সেই ধরপাকড় চলাকালীনই সন্দেহভাজন ওই গাড়িটি নজরে আসে নিরাপত্তারক্ষীদের। সেই গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়েই বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স উদ্ধার হয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জিজ্ঞাসাবাদের পরই জানা যাবে।

দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ দিল্লির গোবিন্দপুরী মেট্রো স্টেশনের কাছে বাসস্ট্যান্ডে একটি সাদা মহিন্দ্রা থার গাড়িতে প্রচুর পরিমাণ আরডিএক্স, এক কোটি টাকা, একটি বন্দুক এবং চারটি মোবাইল উদ্ধার করেছে। তবে ঠিক কী পরিমাণ আরডিএক্স গাড়িতে রয়েছে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে লালকেল্লার হামলায় ক্রমশ নাশকতার তত্ত্ব জোরালো হচ্ছে। রাজধানীর বুকে যে জঙ্গিহানাই হয়েছে, সেটা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত তদন্তকারীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কথাতেও সেই একই ইঙ্গিত মিলেছে। এরই মধ্যে ফের বিস্ফোরক উদ্ধার।

অন্যদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণের পরেই তদন্তকারীদের নজরে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই আই ২০ গাড়ির গতিবিধি। বিস্ফোরণের আগে গাড়িটির সম্পূর্ণ লোকেশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা। আর তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসেই রাখা ছিল অভিশপ্ত গাড়িটি। গত ২৯ অক্টোবর থেকে প্রায় ১০ নভেম্বর পর্যন্ত তা রাখা ছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গাড়িটির পাশেই রাখা ধৃত আরও এক চিকিৎসক মুজাম্মিল আহমেদের গাড়িও।

বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

'বিচারের আওতায় আনা হবে সব ষড়যন্ত্রকারীকেই'

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: ভুটান থেকে দেশে ফিরেই দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে হাসপাতালে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁরা কেমন আছেন, খোঁজখবর নেন। দিল্লির লোক নায়ক জয় প্রকাশ হাসপাতালে দিল্লি বিস্ফোরণে আহত ২০ জন চিকিৎসাধীন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আহতদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন আহতদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে।

সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার সামনে সিগন্যালে দাঁড়ানো একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত অন্তত ২০ জন। তার মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর পরই বিস্ফোরণে আহতদের উদ্ধার করে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলজেএন) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

বুধবার ভুটান সফর সেরে দিল্লিতে ফিরেই হাসপাতালে ছোটেন মোদী। পাশে থাকার বার্তা দেন। পরে এক্স পোস্টে লেখেন, 'সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি। ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে!'

বিস্ফোরণের পরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন মোদী। এক দিকে যেমন বিস্ফোরণের নেপথ্যের কারণ কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন, তেমনই আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। বিস্ফোরণের ঘটনার পরই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে মোদী জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার রয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ, মঙ্গলবার সকালে দু'দিনের সফরে ভুটানে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তিনি জানান, সোমবার সারা রাত দিল্লির ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগও করেন। মোদী বলেন, 'আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

শুধু মোদী নয়, শাহ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সকলের মুখেই একই সুরে হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে। তাঁরা স্পষ্ট জানান, দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না।

বিস্ফোরণের তদন্তে মুর্শিদাবাদে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে উঠে আসছে বাংলার যোগ। বিস্ফোরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে হাজির হয়েছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র একটি টিম। বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে পৌঁছন এনআইএ-এর তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় যে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে ফোন নম্বর পেয়েই বাংলায় এসেছে এনআইএ।

বুধবার মইনুল হাসান নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে যায় এনআইএ তদন্তকারী দল। ওই ব্যক্তিকে ডেকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সূত্রে খবর, এই মইনুল হাসান পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। কখনও দিল্লি, কখনও মুম্বইতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেছেন তিনি। সেই সময়ে কিছু জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে মইনুলের যোগাযোগ হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

এনআইএ সূত্রে এও জানানো হয় যে, বর্তমানে দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর এই মইনুল হাসানের ফোন নম্বর পেয়েই তদন্তকারী আধিকারিকরা হাজির হয়েছেন বলেই। মইনুলের বাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয় এদিন। এনআইএ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তদন্তকারী আধিকারিকরা ঘুরছেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। মইনুল ছাড়া আরও বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই নম্বরের সূত্র ধরে ধরেই অভিযান চালানো হয়। দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের এই বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগেও মুর্শিদাবাদে পাওয়া গিয়েছে জঙ্গি যোগ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আনসারুল্লা বাংলা টিমের কয়েকজন জঙ্গিকে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অসম-সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে এবিটি জঙ্গিদের ডেরার খোঁজ পায় গোয়েন্দারা। উদ্ধার হয় প্রচুর অস্ত্র। আর এবার ফের জঙ্গি যোগ থাকার অনুমান গোয়েন্দাদের। ইতিমধ্যেই লালকেল্লার বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৫ জনকে আটক করা হয়। তার আগে চার চিকিৎসকের খোঁজ পায় পুলিশ, যাদের সঙ্গে এই বিস্ফোরণের যোগ থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে আটক আরও এক চিকিৎসক

শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। আটক আরও এক চিকিৎসক। বুধবার সকাল থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় গোয়েন্দা সংস্থা। সে রাজ্যের করণ সিং নগর এলাকা থেকে ওই চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, তার নাম তাজমুল আহমেদ মালিক। শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত। তাজমুল আহমেদকে আটক করা হয়েছে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে। করা হচ্ছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ।

দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে ইতিমধ্যে একাধিক চিকিৎসকের নাম সামনে এসেছে। আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই চিকিৎসককে। ধৃতদের জেরা করেই তাজমুলের নাম হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে আটক তাজমুলের যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর।

উদ্ধার ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: নাকা চেকিং চলাকালীন নলহাটি থানার অন্তর্গত সুলতানপুর থেকে প্রায় কুড়ি হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল রাজ্যে।

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরে শুরু হয়েছে দিকে দিকে তল্লাশি, নাকাচেকিং। সেই নাকাচেকিং চলাকালীন বীরভূমের নলহাটিতে উদ্ধার গাড়ি ভর্তি বিস্ফোরক। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ২০ হাজার জিলেটিন স্টিক ছিল ওই গাড়িতে। এই বিপুল বিস্ফোরক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কোনও পাথর খাদানে নাকি উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। আহত ২৬ জন। সেই

বীরভূম

ঘটনার পর থেকেই দেশ জুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চলছে সন্দেহভাজনদের আটক এবং গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদও। পুলিশের দাবি, একটি পিকআপ ভ্যানে করে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের দিক থেকে বেআইনিভাবে আনা হচ্ছিল এই জিলেটিন স্টিক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাকুড় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে নাকা চেকিংয়ে এই পিকআপ ভ্যানটিকে আটকায় বীরভূম জেলা পুলিশ।

ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, প্রতিটি বস্তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বিপুল এই জিলেটিন স্টিকগুলি কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তা জানতে ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এর পিছনে আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক যুক্ত থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা।

জাতীয় জল পুরস্কারে সেরা নবদিগন্ত, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টির জল সংরক্ষণে অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল সংরক্ষণ' পুরস্কার পাচ্ছে রাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ' এবং কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল'-কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তরফে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে হবে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে লেখেন,'বাংলা ও তার নগর ব্যবস্থাপনার জন্য গর্বের মুহূর্ত! পশ্চিমবঙ্গের নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (সেক্টর ভি) 'ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'-এ সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা বিভাগে স্থান পেয়েছে। জলশক্তি মন্ত্রকের এই সম্মান আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী জল ব্যবস্থাপনা ও শহুরে

> বৃষ্টির জল সংরক্ষণে অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল সংরক্ষণ' পুরস্কার পাচ্ছে রাজ্যের দুটি প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ' এবং কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল'-কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে।'

সেরা পুরসভার বিভাগে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা নগরনিগমের সঙ্গে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে পশ্চিমবঙ্গের নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ। অন্যদিকে, জল সংরক্ষণে দেশসেরা স্কুলের মধ্যে কলকাতার 'আর্মি পাবলিক স্কুল' যুগ্মভাবে প্রথম স্থান পেয়েছে ছত্তিশগড়ের 'কৃষ্ণ পাবলিক স্কুল'-এর সঙ্গে।

এই বছরের তালিকায় সেরা তিন রাজ্য হল মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং হরিয়ানা। ৬৭টি জেলা, ৬টি পুরনিগম এবং একটি পুরসভাকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। প্রথম বিভাগের শীর্ষ জেলা পাবে দু'কোটি টাকা করে, দ্বিতীয় বিভাগের শীর্ষ জেলা পাবে এক কোটি টাকা, আর তৃতীয় বিভাগের শীর্ষ জেলা পাবে ২৫ লক্ষ টাকা।

ভবিষ্যতের জলসঙ্কট রুখতে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই শহরাঞ্চলভিত্তিক 'জল সংরক্ষণ মিশন'-এ জোর দিয়েছে। পুরসভাগুলিকে অন্তত দুই হাজার জল সংরক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য, জেলা, পুরনিগম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট পেলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক স্তরে আরও এক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলিতে। এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে জাপানের ওয়াকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করল। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই সম্মান তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নাসু ইয়াসুতোমো এবং জাপানি প্রতিনিধিদল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন রাজ্যের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই মানবিক নেতৃত্বের জন্যই ওয়াকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো এশিয়ার কোনও মহিলাকে সাম্মানিক ডি-লিট দিচ্ছে।'

সম্মান গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জাপান খুবই সুন্দর দেশ। ওখানকার মানুষের শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও কর্মসংস্কৃতি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।' তিনি জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'এই সৌজন্যকে সম্মান জানানো আমার কর্তব্য ছিল। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'

মমতা জানান, গত ফেব্রুয়ারিতে ওয়াকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বিজিবিএস সম্মেলনে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছিলেন। পরে তাঁকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী না যেতে পারলে, তাঁরা বাংলায় এসে সম্মান প্রদান করবেন বলে জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক কর্তারা। সম্মান প্রদানের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও জাপানি প্রতিনিধিদের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়, যৌথ গবেষণা এবং বিনিয়োগ প্রসারের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন বাংলার সঙ্গে জাপানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। মমতা উল্লেখ করেন, একসময় রাসবিহারী বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র জাপানে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথে সঙ্গে জাপানি সংস্কৃতির সম্পর্কের কথাও বলেছেন তিনি। জাপানের একাধিক সংস্থা মিৎসুবিসি, হিতাচি ভারতে কাজ করছে। ওয়েবেলও জাপানি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই সম্মানের জন্য জাপানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা।

জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী বছর জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছোটখাটো জাপান সফরও হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি! মমতা বলেন, 'জানি এটা নিয়েও অনেকের অসুবিধা হবে। কিন্তু আমি ভিআইপি নই, এলআইপি, লেস ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন! এ ভাবেই সারা জীবন থাকতে চাই।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswanath Adhikari S/o. Ajit Kumar Adhikari ও Biswanath Adhikary S/o. A. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Papiya Barman নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sumaiya Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Kalo S/o. Omar Ali ও Sk Kalo S/o. Sk A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮১ নং এফিডেভিট বলে Munmun Digar W/o. Hemanta Digar ও Munmun Patra D/o. Basudeb Patra W/o. Hemanta Digar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১২৩৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ishita Sinha D/o. Sanjay Kumar Sinha, R/o. D-3, 3rd Floor, 20, Shibtala Lane, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-৭১২২৩২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 409, dt. 30/08/1999) আমার সঠিক নাম Ishita Sinha-এর পরিবর্তে Mamuni Sinha লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Ishita Sinha & Mamuni Sinha D/o. Sanjay Kumar Sinha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

আমি Monirul Ali স্ত্রী- Sonali Khatun ঠিকানা- গ্রাম +পোঃ- Nazat জেলা-24 Pgs (N) আমার পুত্র Md Kyrat Ali জন্ম শংসাপত্র (নং- B-202019-90100-000929 তারিখ -১১/০৫/২০২০) এ আমার নাম লেখা আছে Manrul Islam এবং আমার স্ত্রীর নাম ভুলবশত লেখা আছে Sonali Bibi 10/10/2025 তারিখে Ld Executive Magistrate Basirhat Court Affidavit Monirul Ali Manrul Islam এবং আমার স্ত্রী ও Sonali Khatun ও Sonali Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি আনজু বিবি মোল্লা, পুত্র ইরফান আলি মোল্লার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আনজু বিবি আছে। ১১/৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট Anju Bibi Molla ও Anju Bibi একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম Anju Bibi Molla.

নাম-পদবী

আমি Kabisekhar Pradhan পিতা Sri Bhabadeb Pradhan ঠিকানা- সাঙ্গতাবাড়, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন নং - ৭২১১০১, গত ২৯.১০.২০২৫ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুর কোর্টের এফিডেভিট নং ২১৯৪৪ বলে Kabisekhar Pradhan এবং Kavi Shekhar Pradhan এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৪/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১২৩১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Kiran Sinha W/o. Sanjay Kumar Sinha, D/o. Late Gour Chandra Ghosh, R/o. D-3, 3rd Floor, 20, Shibtala Lane, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার শিক্ষাগত নথিপত্র (Bihar Vidyalaya Pariksha Samiti) আমার সঠিক নাম Kiran Sinha-এর পরিবর্তে নাম Kiran ও আমার পিতার সঠিক নাম Gour Chandra Ghosh-এর পরিবর্তে Gour Chandra Das এবং আমার রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটে (Zila Parishad, Katihar) আমার সঠিক নাম Kiran Sinha-এর পরিবর্তে Kiran Kumari লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Kiran Sinha & Kiran & Kiran Kumari W/o. Sanjay Kumar Sinha, D/o. Late Gour Chandra Ghosh ও আমার পিতা Gour Chandra Ghosh & Gour Chandra Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই নভেম্বর। ২৬ শে কার্তিক। বৃহস্পতিবার। নবমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আজ ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বন্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন প্রেম ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। নতুন সম্পর্ক স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইঞ্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিশ্রান্তি/আজ একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। যুবক যুবতীদের নিয়ে বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই কাজ হাতে নিবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করা যাবে। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ খাদ্য বিষয়ে বেশি শুভ হবে। দেব গনেশে ভগবান শুভ।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভুত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্রমান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ শুভ কর্ম নেই।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

Change of Name

I, M NAVEEN KUMAR S/o MAILAPALLI NAGESWAR RAO @ M NAGESHWAR RAO and MAILAPALLI MAHALAKSHMI, residing at Ward No.-17, 36 Para, Laxmi Nivas, P.O.- KGP, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B. Pin -721301 shall henceforth be known as M NAVEEN KUMAR S/o M NAGESWAR RAO and M MAHALAXMI vide affidavit No.- 13235, dated 04/11/25 as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. M NAVEEN KUMAR S/o MAILAPALLI NAGESWAR RAO @ M NAGESHWAR RAO and MAILAPALLI MAHALAKSHMI and M NAVEEN KUMAR S/o M NAGESWAR RAO and M MAHALAXMI are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I am RASIDA LASKAR, D/O ALEMBARI SEKH aged 41 years, by faith Muslim, by occupation Housewife, residing at Vill- Banibadabelekhali, PO-Joyramkhali, PS-Canning, Dist-South 24 Parganas, Pin-743329. I am an Indian by birth. My actual name is RASIDA LASKAR in epic card being no XGZ2667095 and my Adhar card no 638144845136. But my name is recorded OGIMAN LASKAR in my savings bank account at Bank of Baroda, Canning Branch, a/c no 42240100007324. So that RASIDA LASKAR and OGIMAN LASKAR is same identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুমতি সাধুখাঁ** স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সাধুখাঁ, সাকিম ১০, আর.কে. মুখার্জ্জী বাইলেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়া বিগত ইং ১১/০৫/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00144/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস** পিতা ৺যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাকিম মধ্যাঞ্চল স্টেশন রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০২/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00899/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সৈয়ফ হুসেন আনসারি**, পিতা মুস্তাফা হুসেন আনসারি, সাকিম ৪১বি, আলি হায়দার রোড, টিটাগড়, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১১৯, এবং **২)মাহেজাবীন পারভীন** স্বামী সৈয়ফ হুসেন আনসারি, সাকিম খানসামাপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়/মহাশয়াকে ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চন্দননগর, মৌজা চন্দননগর, ১ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস ২৭ নং তথা হাল এল.আর. ৩০৯০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৩ নং তথা হাল এল.আর. ৩৫ নং দাগে ভিটি জমি মোট ০.০৫০ একর বা ৩ কাঠা তন্মধ্যে ০.০২৫ সহস্রাংশ বা ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সৈয়ফ হুসেন আনসারি**, পিতা মুস্তাফা হুসেন আনসারি এবং **২)মাহেজাবীন পারভীন** স্বামী সৈয়ফ হুসেন আনসারি, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **খলিসানি এ্যাট্ মানকুন্ডু ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

AFFIDAVIT

I, **Mamata Binakiya** W/O Sanjay Binakiya residing at 57/3, M.M. Feeder Road, Block -6, Flat- 4, Dist.- 24 Parganas (North), Kolkata-700056, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as Mamta Binakiya as declared before the Notary Public, Kolkata dated 10.11.2025. Mamata Binakiya and Mamta Binakiya both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Najbul Sk** S/o. Samsad Sekh residing at Vill- Kantabari, P.O.- Kazipara, P.S.- Sagarpara, Dist. - Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit No. 2153 in the Court of Ld. S. D. E. M (s)/ 1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 24.09.2025 that my actual and correct name is Najbul Sk which is recorded in my Aadhar Card but my daughter Aliya Khatun whose Date of birth is 28/03/2000 but in her birth certificate being Serial No. 92, Date of Registration 06/04/2000, my name has been wrongly recorded as Ruhul Sk. Najbul Sk and Ruhul Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

আমি, **মোঃ মিজানুর লস্কর** (MD MIJANUR LASKAR), পিতা- মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর, বাসিন্দা, গ্রাম- মাখালতলা, ডাকঘর- বাঁশড়া, থানা- জিবনতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। আমার আধার কার্ড নং ৩৪৮২ ৪৪৭১ ৩৪০৪ । এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার নাম জন্ম সার্টিফিকেটে মিজানুর মিঞা নাম রয়েছে, দুটি নামই আমার। পিতার নাম জন্ম সার্টিফিকেটে "জাহাঙ্গীর মিঞা" লেখা আছে, যার সঠিক নাম "মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর (Md. Jahangir Laskar)"। এছাড়া, আমার মাতার নাম জন্ম সার্টিফিকেটে "মেহেরুন বিবি" লেখা আছে, যার সঠিক নাম "মেহেরুন লস্কর"। অতএব, "জাহাঙ্গীর মিঞা" ও "মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর" একই ব্যক্তি (আমার পিতা), এবং "মেহেরুন বিবি" ও "মেহেরুন লস্কর" একই ব্যক্তি (আমার মাতা)। ভবিষ্যতে কোনো বিভ্রান্তি এড়াতে এই ঘোষণা প্রদান করা হলো।

AFFIDAVIT

আমি, **মঞ্জুরা খাতুন** (MANJUARA KHATUN), পিতা- মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর, বাসিন্দা, গ্রাম-মাখালতলা, ডাকঘর বাঁশড়া, থানা- জিবনতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। আমার আধার কার্ড নং ৫৩৩৫ ২৭৩১ ০২২৫। এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতার নাম জন্ম ও স্কুল সার্টিফিকেটে "জাহাঙ্গীর মিঞা" লেখা আছে, যার সঠিক নাম "মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর (Md. Jahangir Laskar)"। এছাড়া, আমার মাতার নাম জন্ম সার্টিফিকেটে "মেহেরুন বিবি" লেখা আছে, যার সঠিক নাম "মেহেরুন লস্কর"। অতএব, "জাহাঙ্গীর মিঞা" ও "মোঃ জাহাঙ্গীর লস্কর" একই ব্যক্তি (আমার পিতা), এবং "মেহেরুন বিবি" ও "মেহেরুন লস্কর" একই ব্যক্তি (আমার মাতা)। ভবিষ্যতে কোনো বিভ্রান্তি এড়াতে এই ঘোষণা প্রদান করা হলো।

AFFIDAVIT

I, **Selina Bibi** W/O Rabiul Islam residing at Vill- Mollarchak, P.O.- Natial, P.S.- Sagarpara, Dist. - Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit No. 3823 filed in the Court of Sub- Divisional Executive/1st Class Magistrate, Berhampore, Murshidabad dated 13.08.2025 that my correct and actual name is Selina Bibi and it is recorded in my Aadhar card and my husband's name is Rabiul Islam but in beloved Son Ripon Islam's birth certificate vide Reg. No. 269, Date of Reg.- 30/12/2002, my name has been recorded as Serina Bibi W/O Suman Sk and his name has been recorded as Ripon Sk wrongly. My name Selina Bibi and Serina Bibi, my husband Rabiul Islam and Suman Sk & my son Ripon Islam and Ripon Sk is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

আমি, **সাকিল জামাদার,** পূর্বে মোঃ সাকিল নামে পরিচিত ছিলাম। আমার পিতা ফজলে হক জামাদার, যিনি আগে মোঃ হোসেন নামে পরিচিত ছিলেন। উভয় নাম একই ব্যক্তির। আমার পুরোনো ঠিকানা ৪/৫৬এ, কনভেন্ট লেন, ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০০১৫ এবং বর্তমান ঠিকানা গ্রাম- মাখালতলা, পোস্ট- বাঁশড়া, থানা- জীবনতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৬৩; দুই ঠিকানাই আমার নিজের। আমার জন্মতারিখ ০১.০১.১৯৮৩। আমার আঁধার কার্ড নাম্বার ৮৫৯৯ ৩৮৯২ ৯৫৭৩। উল্লিখিত নাম ও ঠিকানার সব তথ্য একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহঃ মোর্ত্তজা** পিতা মরহুম মহাঃ দাউদ রহমান, **২)মহঃ সামসুদ্দিন** পিতা মহঃ মোর্ত্তজা, উভয়ের সাকিম বালিহাট্টা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৫/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-03053/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**আব্দুস সামাদ**, পিতা মরহুম আবু সইদ, সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ১)I-5508/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নারগিস খাতুন** পিতা আসরাফ আলি, স্বামী মহঃ ফিরোজ আনসারী সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ৩.৩০৫ শতক সম্পত্তি এবং ২)I-5509/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জয়নাব খাতুন,** স্বামী মহঃ ইনতাজ সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ৩.৩০৫ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (৩.৩০৫ শতক + ৩.৩০৫ শতক) সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৮৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৬ শতক তন্মধ্যে ১)I-5508/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নারগিস খাতুন** মহাশয়াকে ০২ কাঠা বা ৩.৩০৫ শতক সম্পত্তি এবং ২)I-5509/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জয়নাব খাতুন** মহাশয়াকে ০২ কাঠা বা ৩.৩০৫ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (৩.৩০৫ শতক + ৩.৩০৫ শতক) সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)নারগিস খাতুন** পিতা আসরাফ আলি, স্বামী মহঃ ফিরোজ আনসারী এবং **২)জয়নাব খাতুন,** স্বামী মহঃ ইনতাজ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**আব্দুস সামাদ** (আমমোক্তার)

AFFIDAVIT

আমি, **মরিজান জামাদার**, পূর্বে আনোয়ারি খাতুন নামে পরিচিত ছিলাম। আমার স্বামী সাকিল জামাদার, যিনি আগে মোঃ সাকিল নামে পরিচিত ছিলেন। উভয় নাম একই ব্যক্তির। আমার পুরোনো ঠিকানা ৪/৫৬এ, কনভেন্ট লেন, ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০০১৫ এবং বর্তমান ঠিকানা গ্রাম- মাখালতলা, পোস্ট- বাঁশড়া, থানা- জীবনতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৬৩; দুই ঠিকানাই আমার নিজের। আমার জন্মতারিখ ০২.০৪.১৯৮০। আমার আধার কার্ড নাম্বার ৮৫৫৫ ০২৬৪ ৫৮৬৪। উল্লিখিত নাম ও ঠিকানার সব তথ্য একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

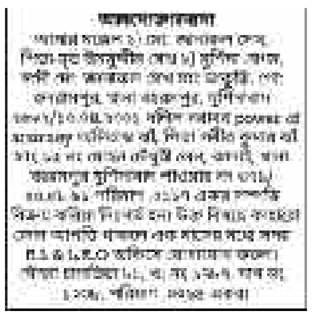

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা লক্ষ্মী বিশ্বাস** স্বামী ৺নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, **২)শ্রী বিপ্লব কুমার বিশ্বাস, ৩)শ্রী বিদ্যুৎ বিশ্বাস,** ২ ও ৩ নং পিতা ৺নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, সকলের সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, **৪)শ্রীমতী শ্রাবনী কোলে (বিশ্বাস)** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম ভাকুন্ডা, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০/০২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00812/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী দীপক মন্ডল** পিতা শ্রী স্বপন মন্ডল, সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৩/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1620/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ববিতা বর্মণ** স্বামী চিত্ত বর্মণ, সাকিম আনন্দমঠ পশ্চিম পাড়া, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ২ কাঠা ১৪ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, ৭৬ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৮০৮ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ৫১ শতক তন্মধ্যে ২ কাঠা ১৪ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী ববিতা বর্মণ** স্বামী চিত্ত বর্মণ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী দীপক মন্ডল** (ক্রেতা)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **মুস্তাক সেখ,** পিতা-৺আরব আলি সেখ, সাং ও পোঃ ঝিটকীপোতা, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া গত ইং ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-9993/2025 নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১১৬ নং দক্ষিণ ঝিটকীপোতা মৌজায় L.R ২৬০৯, ২৭৮৯, ২৬১০ ও ২৭৯৪ নং খতিয়ানে এবং R.S ৪২৬, L.R ৪৬৭, R.S ৪৭৭, L.R ৫১৮ নং দাগে মোট ৩.৫০ শতক সম্পত্তি (১) চন্দন দাস, পিতা-৺চন্দ্রকান্ত দাস ও (২) শুভেন্দু সাহা, পিতা-৺বিন্দুরঞ্জন সাহা, উভয়ের সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়ার নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ঐ সম্পত্তি ইং ১৪.১১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১৩০২-২০২৪ নং ভল্যুমের ৩৩৪০৪২ হইতে ৩৩৪০৬৩ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ১১১৫৩ নম্বর একখন্ড আমমোক্তারনামা বলে (১) স্বপন কুমার রায় @ স্বপন রায়, (২) সুজন কুমার রায় @ সুজন রায়, উভয়ের পিতা ৺গুরুদাস চন্দ্র রায়, উভয়ের সাং ও পোঃ জালালখালি, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of the M/s. Guru Kripa Builders, a partnership firm who is owner of the schedule property. That the documents misplaced bearing original mother sale deeds viz. **(1) 4851/1960, Book No. I, registered at Sadar Joint Sub-Registrar, Howrah, (2) 1030/1996, Book No. I, registered at District Sub-Registrar, Howrah (3)1499/2001, Book No. I, registered at District Sub-Registrar, Howrah and (4) 2204/2001, Book No. I, registered at District Sub-Registrar, Howrah** from the custody of partners of said firm M/s. Guru Kripa Builders has been misplaced and not traceable yet. The report of the same has been lodged at the Belur Police Station vide GDE no. 114 dated 02.08.25. If found kindly inform to Mr. Deobrat Upadhyay, Advocate having Mobile No. 9830105765/8910046682 of 'Hastings Chambers', 7C, Kiran Sankar Roy Road, Office No. GD, Ground floor, Kolkata-700001.

SCHEDULE OF PROPERTY

ALL THAT piece and parcel of land with structure, land measuring about 8 cottahs 2 chittacks 43 sq. ft. premises no. 18/7, 18 (B.L.–A), 18, Dharmatala Road (N), Mouza, P.O. & P.S. Bally, R.S. Dag No. 16256 to 16258, Khatian No. 6774, Howrah, Bally Municipality.

MR. DEOBRAT UPADHYAY
Advocate, High Court, Calcutta
B. Com, LLB
Diploma in Real Estate Management
M/s Upadhyay & Associates
Hastings Chambers
7C, Kiran Shankar Roy Road,
Office no.-GD, Ground Floor,
Kolkata 700001
09830105765, 8910046682,
Email ID- legalsolutionsandrelief@gmail.com

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে বিজেপির কৌশল বৈঠক, ঐক্যের বার্তা সুকান্ত ও শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে বুধবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিধানসভায় আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। আগামী নির্বাচনের কৌশল, সংগঠন মজবুত করা এবং বিধায়কদের মনোবল দৃঢ় রাখার বিষয়েই ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।

সভা শুরুর সময় সুকান্ত মজুমদার বিশেষভাবে কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়ের নাম উল্লেখ করে বলেন, সৌমেন রায়কে ধন্যবাদ জানাই; তিনি একবার দল ছেড়েও আবার বিজেপিতে ফিরে এসে প্রমাণ করেছেন, আদর্শই বড়, পদ নয়। তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একদিকে যেমন প্রশংসা, তেমনি দলের ভেতরে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের বার্তাও স্পষ্ট। সুকান্ত আরও বলেন, আমাদের বহু বিধায়ক বিভিন্ন চাপ, প্রলোভন ও ভয়ভীতির মধ্যেও দলের পাশে থেকেছেন। তাঁদের এই দৃঢ়তা ও ত্যাগের কারণেই বিজেপির সংগঠন আজও দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়ার পর সৌমেন রায় কিছুদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, পরে আবার দলে ফিরে আসেন। তাঁর প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত বোঝাতে চাইলেন; দলের প্রতি আস্থা ও প্রত্যাবর্তনই প্রকৃত রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। উল্লেখ যোগ্যভাবে, গত নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসনে জিতলেও বর্তমানে তাদের বিধায়কের সংখ্যা ৬৫। এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি এবার আগেভাগেই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং সকল বিধায়কের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ দৃঢ় করতে সচেষ্ট। বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন বলে সূত্রের খবর। তিনি দলীয় ঐক্য, নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করার ওপর জোর দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বৈঠক শুধু সাংগঠনিক আলোচনা নয়, বরং ২০২৬ সালের ভোটের আগে বিজেপির অভ্যন্তরীণ সংহতি দৃঢ় করার এক কৌশলগত পদক্ষেপ।

২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূলের ঠিকাদার নেতারা চেন্নাই, ছাপড়া পালাবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে গত ৬ নভেম্বর বেলায় উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। আলোচনা ছাড়াই ওইদিন রাতে আচমকা সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। অভিযোগ উঠেছে, ওই মিলের ছয়জন শ্রমিককে অন্যায়ভাবে গেটের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। ছয়জনের সাসপেনশন প্রত্যাহার-সহ মিল চালুর দাবিতে বুধবার বিকেলে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল গেটে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় যোগ দিয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, ছয়জন শ্রমিককে বেআইনিভাবে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছয়জন শ্রমিককে গেটের বাইরে রেখে ভাটপাড়া থানার পুলিশ ঠিকাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিল চালুর চেষ্টা করেছিল। শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিংয়ের সাফ বক্তব্য, ছয়জন শ্রমিকের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে মিল চালু করতে হবে। তাঁর কথায়, ২০২৬ সাল আর বেশি দূর নেই। ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর ঠিকাদার অথবা গুন্ডা কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর দাবি, তৃণমূলের ঠিকাদার নেতারা কেউ চেন্নাই, আবার কেউ ছাপড়া পালাবে। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, প্রতিটি জুটমিলে স্থায়ী শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, বামজমানায় জুটমিলের সমস্যায় পুলিশ কখনও হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু তৃণমূল জমানায় মিলে ছোটখাটো সমস্যার ক্ষেত্রেও, পুলিশ হস্তক্ষেপ করছে। তাঁর কথায়, ইতিহাস বলছে, বাংলায় যতবার পরিবর্তন এসেছে। শ্রমিকরাই এই পরিবর্তন এনেছে। ২০২৬ সালে এই শ্রমিকরাই বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন আনবে। উক্ত গেট মিটিংয়ে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলা সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, মিলের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম প্রবেশ সিং, উমেশ রায় প্রমুখ।

মৃত ভোটারের নামে ফর্ম জমা পড়লে আইনি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মৃত ভোটারের নামে এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরিবারের বিরুদ্ধে এবার আইনি ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির নামে এমন ফর্ম পূরণে যার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে, তাঁর বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপি আইন) এর ৩২ ধারা অনুযায়ী এক বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

মঙ্গলবার জারি হওয়া কমিশনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ),এর দায়িত্ব হল সংশ্লিষ্ট পার্টের ড্রাফট ভোটার তালিকার নামগুলো খতিয়ে দেখা; কারা মৃত, কারা অন্যত্র সরে গিয়েছেন, তা নির্ধারণ করা। নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক পার্টের জন্য একজন বিএলএ নিয়োগ করা যেতে পারে। বিএলএ হতে হলে তাঁকে সেই পার্টেরই নিবন্ধিত ভোটার হতে হবে। তবে প্রয়োজনে একই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্য কোনও পার্টের ভোটারকেও বিএলএ হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে। কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (সিইও) নির্দেশ দিয়েছে, রাজ্যে চলা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় আরপি আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, 'ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চ' এর তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে যে দক্ষিণ কলকাতা, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরে কিছু বিএলএ, বিএলওদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন মৃত ভোটারের পরিবারের হাতে ফর্ম তুলে দেওয়ার জন্য। সোমবার তারকেশ্বরে এক বিজেপি বিএলএ-কে এই নিয়ে মারধরের অভিযোগও ওঠে।

বিএলওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও মৃত ভোটারের নামে ফর্ম জমা পড়ে, তা 'নন, রিকমেন্ডেড' হিসেবে বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। তবুও যদি সেই মৃত ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থেকে যায়, তবে সংশ্লিষ্ট বিএলও, ইআরও (ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) এবং যিনি সেই ফর্ম পূরণ করেছেন সকলের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নোয়াপাড়ায় আত্মঘাতী যুবক, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সোদলা ট্যাঙ্ক রোডের নিত্যানন্দ পল্লি থেকে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে। মৃতের নাম সুমন মজুমদার (৩২)। তিনি পেশায় টোটো চালক ছিলেন। বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে নিত্যানন্দ পল্লিতে একটি বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন। মৃতের মা দীপা মজুমদারের দাবি, মঙ্গলবার বেলায় এসআইআর ফর্ম হাতে পেতেই ছেলে খুব টেনশন করছিল। প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকায় ছেলে চিন্তায় ছিল। বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তা নিয়েই ছেলে খুব উদ্বিগ্ন ছিল। চিন্তাগ্রস্ত হয়েই সম্ভবত ছেলে আত্মহত্যা করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস বলেন, আর্থিক অস্বচ্ছলতার পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন ওই যুবক। টোটো চালিয়ে বৃদ্ধা মা-কে নিয়ে থাকতেন ওই যুবক। খুব দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। ঘটনা নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ওই যুবক ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। দু'দিন আগে টোটো বিক্রি করে ছেলেটি দেনা কিছুটা মিটিয়েছিল। সুতরাং এসআইআর নিয়ে মৃত্যুর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু চলতি মাসেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৭ সালের মধ্যেই পুরো প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দাসপুর,২ ব্লকে পাঁচটি স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ। শিলাবতী নদীর খনন কাজও এই মাসেই শুরু হবে 'কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার মডেল'-এ। ইতিমধ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর জারি হয়েছে সম্মতিপত্র বা লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স। ফলে নভেম্বরের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বলে আশা।

এই 'কস্ট টু স্টেট এক্সচেকার মডেল', যা 'নো কস্ট ড্রেজিং অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স' নামে পরিচিত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ভাবনা। রাজ্য খনিজ উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্পোরেশন নদীর তলদেশ থেকে কতটা বালি ও পলিমাটি তোলা হবে তা নির্ধারণ করবে, এবং যে সংস্থা সর্বোচ্চ দর দেবে, তারাই কাজের দায়িত্ব পাবে। তোলা বালির বিপরীতে রাজ্য রাজস্ব বা প্রিমিয়াম নেবে, আর সেই অর্থই ব্যবহার করা হবে নদী খনন ও পলিমাটি পরিষ্কারের কাজে। এই পদ্ধতিতে মোট ৪০টি প্রকল্প নেওয়া হবে, যা মূলত নদী খনন সম্পর্কিত। একই সঙ্গে ঘাটাল সার্কিট বাঁধের সমান্তরাল খাটো বাঁধগুলির পুনর্গঠন ও নতুন নির্মাণের কাজও শুরু হচ্ছে। ভূমি জরিপের কাজ ১৫ নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘাটাল পুর এলাকার মধ্যে দুটি পাম্প হাউস তৈরির জন্য সিভিল ও মেকানিক্যাল কাজের টেন্ডার সম্পূর্ণ হয়েছে, আনুমানিক ব্যয় ৬০ কোটি টাকা। তবে এই দুটি পাম্প হাউসের জন্য প্রয়োজনীয় ৬.৬১ একরের মধ্যে ৪.০৯ একর রায়তি জমি কেনার অনুমোদন এখনও মেলেনি।

মোট ৩৯টি স্লুইস রেগুলেটর ও ১০৬টি সেতু এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সাতটি স্লুইসের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চারটি প্রধান সার্কিট বাঁধের মধ্যে তিনটির বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন এখনও চূড়ান্ত হয়নি, এর জন্য শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির যৌথ পরিদর্শন হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল ও সংলগ্ন অঞ্চলের বারংবার বন্যাপীড়িত মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নিজস্ব বাজেটেই বাকি কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে শুরু করে দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। ইতিমধ্যেই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ২৬ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

শুভেন্দুর তোপ

■ বুধবার দুপুরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাজির হন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। হাতে পেন ড্রাইভ, মুখে অভিযোগের ঝড়। কমিশনের টেবিলে রাখেন একের পর এক তথ্য। দাবি, বিজেপি নিজের বুথস্তরের যাচাইয়ে ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ডবল ও ট্রিপল ভোটার এন্ট্রি চিহ্নিত করেছে। শুভেন্দুর কটাক্ষ, এই নামগুলো ভোটার তালিকায় কেন থাকবে? আমরা পাঁচটি লোকসভার তথ্যই দিতে পারছি আজ, সব একসঙ্গে দিলে তো বড়বাজার থেকে লোক ভাড়া করে আনতে হবে কাগজ বইতে! কথার ফাঁকে তৃণমূলকেও তুলোধোনা করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, মমতাকে দেখা যাচ্ছে না, কাঁদছে! পায়ে কাঁটা ফুটেছে। নির্বাচন কমিশন গর্তে কার্বলিক আসিড ঢেলে দিয়েছে, তাই তৃণমূলের সাপেরা রাস্তায় বেরিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস, ভোটের আগেই শুভেন্দুর এই পদক্ষেপে সংগঠনের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তৃণমূল শিবিরে পাল্টা প্রতিক্রিয়া; বিজেপি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে নাটক করছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভেন্দুর জমা দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, এইজন্যই বাংলায় এসআইআর এত জরুরি। বাংলা রাজনীতির এই টানটান সংঘাতে স্পষ্ট; আগামী ভোটে লড়াই কেবল মাঠে নয়, শুরু হয়ে গেছে কাগজ, কমিশন আর কটাক্ষের স্তরে।

মৃত্যু সারমেয়র, মামলা

■ গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু পথ সারমেয়র। হল মামলা দায়ের। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার বিধান সরণি ধরে যাচ্ছিলেন উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার ওই বাসিন্দা। তাঁর চোখের সামনেই প্রচণ্ড গতিতে বিধান সরণি ধরে বিবেকানন্দ রোডের দিকে যাচ্ছিল এক মালবাহী গাড়ি। তখনই রাস্তা পার হচ্ছিল একটি কালো রঙের পথ সারমেয়। যাকে এলাকার বাসিন্দারা ভালোবাসতেন। অভিযোগকারী চোখের সামনে দেখেন, সেটি রাস্তা পার হওয়ার সময়ই প্রচণ্ড গতিতে আসা ওই মালবাহী গাড়িটি প্রথমে ধাক্কা দেয়। এরপরও গাড়িটি থেমে থাকেনি। গাড়িটির চাকা পিষে দেয় পোষ্যটিকে। তিনি ও আরও কয়েকজন দৌড়ে যান। সারমেয়টি তাঁদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে। তাঁরা কুকুরটিকে জল খাইয়ে শুশ্রূষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সারমেয়টি। কিন্তু ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানান, এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো খুনেরই নামান্তর। তিনি ওই মালবাহী গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে গিরিশ পার্ক থানায় সারমেয় খুনের অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রাণীর উপর অত্যাচার, প্রাণী হত্যা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ধারা রুজু করে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সারমেয়র দেহটি পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। যদিও পথ দুর্ঘটনার কারণে যে মৃত্যু হয়েছে, তা চিকিৎসকরা পুলিশকে জানিয়েছেন।

বিজেপির ক্ষোভ

■ রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ জোরকদমে চললেও, কমিশনের কার্যপ্রণালী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিজেপি। দলটির অভিযোগ, তারা মোট ৬৫ জন বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) বিরুদ্ধে বিস্তারিত অভিযোগ জানিয়েছিল, কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেই অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে 'অযৌক্তিক' বলে জানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে বিশেষ সারাংশ পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) কার্যক্রম চলছে। ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৭ কোটিরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক থামছেই না। তৃণমূল কংগ্রেস শুরু থেকেই এসআইআরের বিরোধিতা করছে এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গিয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি পাল্টা দাবি তুলেছে যে, বিপুল সংখ্যক ভুয়ো ভোটার তৃণমূলের ভোটব্যাংকে যুক্ত রয়েছে।

ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু শীতের

তিলোত্তমার তাপমাত্রা নামল ১৭ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই বদলাতে শুরু করেছে আবহাওয়া। দ্বিতীয় সপ্তাহেই রীতিমতো ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করল শীত। তিলোত্তমার তাপমাত্রা নামল ১৭ ডিগ্রিতে। বুধবার মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী কলকাতা। ভোর হতেই পথঘাট ঢাকছে কুয়াশার চাদরে। যদিও বেলা বাড়তেই ফের অনুভূত হচ্ছে আদ্রর্তাজনিত অস্বস্তি। পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রিতে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত কলকাতায় পারদ এতটা নামা বিরল। পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রির ঘরে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার দাপট রয়েছে। আপাতত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে। উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রা হেরফের হওয়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী পাঁচ দিন রাতের তাপমাত্রা

স্বাভাবিকের থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে।

এদিকে কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে এখন তাপমাত্রা। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অনেকটা নামল পারদ। রাজধানী দিল্লি থেকে ছত্তিশগড়ে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি চলছে। শীতল পশ্চিমী হাওয়ায় কলকাতার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আগামী পাঁচ দিন এরকমই থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রির ঘরে। জানা গিয়েছে, বাংলা জুড়েই পশ্চিমী হাওয়ার দাপট। শীতের আমেজ চলবে উইকেন্ডেও। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী চার পাঁচ দিনে। স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে থাকবে তাপমাত্রা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পশ্চিমী হাওয়ায় শীতের আমেজ বাড়বে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সবথেকে কম ছিল বীরভূম জেলার সিউড়িতে ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে থাকবে। এদিকে কলকাতায় বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৮ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

পার্ক স্ট্রিট চত্বরে হোটেল-লজে বিশেষ নজরদারি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লি বিস্ফোরণের পর বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে কলকাতা পুলিশ। তাদের পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা শুরু হয়েছে পার্কস্ট্রিট চত্বর এলাকায় হোটেল- লজগুলিতে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদের পালাও। সূত্রে খবর, পার্কস্ট্রিট থানার পক্ষ থেকে হোটেলগুলিতে গিয়ে রেজিস্টার চেক করা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কতজন আবাসিক আছেন বা কোথা থেকে এসেছেন তাঁরা। সঙ্গে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে কতদিনের জন্য বুকিং। এক কথায় বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এদিকে ইতিমধ্যেই ভার্চুয়ালি মিটিং করার পর প্রত্যেকটি থানাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মা। তারপরই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ।

দিল্লির ঘটনার পরে বৈঠকে লালবাজারের কর্তারা। পুলিশ কমিশনারের স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও অচেনা ব্যক্তি কোনও এলাকায় অযথা ঘুরলে বা সন্দেহ হলে নজর রাখতে হবে। নাকা চেকিং পয়েন্ট জোরদার করতে হবে, একই জায়গায় না করে বিভিন্ন জায়গায় নাকা করার নির্দেশ।

প্রতিটি হোটেলে নজরদারি আরও বেশ করে চালাতে হবে। কোনও তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি বাইরে থেকে লোক এলে কারা কেন এবং কতদিনের জন্য এল, তা জানতে হবে। পুলিশকে তথ্য ভাণ্ডার বাড়াতে হবে।

দিল্লির ঘটনার জেরে সতর্ক লালবাজারও। তৎপর কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, দিল্লির ঘটনার জেরে কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানাকে সর্তক করেছে লালবাজার। পেট্রোলিং ও নাকা চেকিং করে নজরদারির নির্দেশ লালবাজারের।

সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মেট্রো স্টেশনগুলির কাছে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। একইসঙ্গে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে প্রতিটি মেট্রো স্টেশনে। পাশাপাশি গোটা শহরজুড়েই জোরকদমেই চলবে নাকা তল্লাশি। শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চলছে তল্লাশি।

খাঁটি সোনা গলে না: পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন বছর আগে ২২ জুলাইয়ের মধ্যরাতে যেন এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছিল নাকতলার ছবিটা। কারণ, তাঁদের পাঁচবারের বিধায়কের বিরুদ্ধে ততক্ষণে সামনে এসেছে বহু অভিযোগ। একইসঙ্গে যে পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছিল তাঁর সঙ্গী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে, তা এর আগে কখনও দেখেনি শহরবাসী। আর তার জেরে তোলপাড় হয় বঙ্গ রাজনীতিতে। এরপর আসা যাক ১১ নভেম্বর, ২০২৫-এর ছবিটায়। তিন বছরের কারাজীবনে জামিনে মুক্তি পেয়ে পার্থ ফিরলেন নিজের বাড়িতে। রাস্তায় ভেঙে পড়ল ভিড়। কেউ দিলেন উলুধ্বনি, কেউ বাজালেন শাঁখ, এমনকী ঘরের দোরগোড়ায় হল আরতিও। আর পার্থ বাড়ি ফিরেও বার্তা দিলেন, 'হ্যাঁ আমি দায়বদ্ধ!' দায়বদ্ধ তিনি গোটা নাকতলাবাসীর কাছে। এর পাশাপাশি তাঁর প্রশ্ন, '৫০ বছর মানুষ আমাকে জিতিয়েছে, তাহলে তাঁরা কি কোনও অসৎ ব্যক্তিকে জিতিয়েছেন? অকমর্ণ ব্যক্তিকে জিতিয়েছেন? তাঁদের প্রতি তো কর্তব্য রয়েছে।' আর সেই কারণেই তিনি এখন 'গণদেবতার' কাছে বিচার চাইবেন। আর প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে অটো নিয়ে বেহালাবাসীর ঘরে ঘরে যাবেন। এরই রেশ ধরে পার্থ এও জানান, 'রাজনৈতিক বিচার যদি চাইতেই হয়, যাঁরা আমাকে এতবার জিতিয়েছেন, তাঁদের কাছে যাব। তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধ। বেহালার মানুষের ঘরে ঘরে যাব, প্রয়োজন হলে অটো নিয়ে ঘুরব। কিন্তু বলব, আমি অসৎ নই। আমি নির্দোষ।' পার্থর কথায়, 'আসল খেলোয়াড় তো ময়দানেই প্রমাণ করেন, তিনি কত বড় খেলোয়াড়।'

আর বাড়ি ফিরেই শুরুও হয়ে গিয়েছে তাঁর নতুন কর্মসূচি। পশ্চিম বেহালাবাসীর জন্য লিফলেট বিলি করছেন বিধায়ক। নাম

'দুয়ারে বিধায়ক'। লিফলেটে তাঁর বক্তব্য, বহু যোগ্য বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। যা কোনও অর্থের বিনিময়ে হয়নি। তাতে লেখা, 'চাকরির বদলে কে আমাকে অর্থ দিয়েছেন, আসুন যথাযোগ্য প্রমাণ দিন কে টাকা দিয়েছেন আমার হাতে। আমার নাম করে কেউ টাকা নিয়ে থাকলে আমাকে জানান। আমি ব্যবস্থা নেবই।'

তবে গত তিনবছরে তাঁর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে কি না সে প্রশ্ন উঠলেও এই প্রসঙ্গে পার্থ জানান, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র, কর্পোরেট হাউজে চাকরি করেছেন দীর্ঘদিন। শুধু তাই নয়, এলাকার এতবারের বিধায়ক, গর্বিত ছিলেন। আর এই প্রসঙ্গেই পার্থ এও জানান, 'সোনা গলানোর চেষ্টা করলেও, খাঁটি সোনা তো গলে না।'

প্রসঙ্গত, দলের জন্মের বহু আগে থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। ৩৪ বছরের বাম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী তিনি। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তারির পরই পার্থকে দলীয় পদ থেকে সরানো হয়েছে। নিয়ে নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিত্ব। তবে এত কিছুর পরেও এখনও তিনি রাজনৈতিক জীবনে দায়বদ্ধ। বাড়ি ফেরার পর পার্থ বলেন, 'সত্যের জয় হবে।'

দত্তাবাদে ব্যবসায়ী খুন

ধৃতদের দাবি, ফাঁসানো হয়েছে তাঁদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনে ধৃত রাজু ঢালি ও তুফান থাপার দাবি, তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। বুধবার শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে, রাজু ও তুফান জানান, তাঁরা স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ ফেলে আসেননি। কে ফেলেছেন জানতে চাওয়া হলে রাজু ও তুফান বলেন, 'যারা মার্ডার করেছে, তাদের কাছে যান। আমাদের কেন জিজ্ঞাসা করছেন বারবার। আমরা ড্রাইভার, আমরা সার্ভেন্ট। আমরা কারও না কারও সার্ভেন্ট।' খুব স্বাভাবিক ভাবেই এরপর প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে কি না তা নিয়ে। উত্তরে তাঁরা জানান, 'অবশ্যই ফাঁসানো হচ্ছে।' সঙ্গে তাঁরা এও জানান, 'আপনারা সব জানেন। তারপরও প্রশ্ন করছেন।'

প্রসঙ্গত, গত ২৮ অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছির খালধার থেকে স্বপন কামিল্যা নামে ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর থানার দিলমাটিয়া গ্রামে। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের। ঘটনার তদন্তে নেমে রাজু ঢালি ও তুফান থাপাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাজগঞ্জের বিডিও কলকাতায় এলে রাজু তাঁর গাড়ি চালাতেন বলে জানা গিয়েছে। আর তুফান থাপার সঙ্গে প্রশান্ত বর্মণের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ উঠেছে। যদিও ওই ২ জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রাজগঞ্জের বিডিও।

এদিকে খুনের ঘটনায় রাজগঞ্জের বিডিও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে স্বপন কামিল্যার পরিবারও। রাজগঞ্জের বিডিও স্বপন কামিল্যার মেদিনীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে শেষ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এবার ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করলেন ধৃত ২ জন। বর্তমানে এই খুনের ঘটনার তদন্তভার নিল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। রাজগঞ্জের বিডিও-র বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

ঠেলার নাম এসআইআর! সন্তানদের হঠাৎ মমতার জোয়ার বৃদ্ধাশ্রমে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

এসআইআর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই সমাজে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সামাজিক মাধ্যমে ঠাট্টা-মশকরা করলেও, আজ তা বাস্তবের রূপরেখা নিয়েছে। আগে যাঁদের পিতা-মাতা ছিলেন অবহেলিত, সেই সন্তানেরাই এখন হঠাৎ তাঁদের খোঁজ নিচ্ছেন। একক পরিবার আর ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে যেসব দিন অবহেলায় হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তা যেন ফের ফিরে আসছে, যদিও কারণ পুরোপুরি মনোবল বা ভালোবাসার নয়। উত্তর কলকাতার একটি বৃদ্ধ নিবাসে কর্মরত সমাজকর্মী বৃন্দাবন নস্কর জানালেন, এখানে প্রায় চল্লিশজন প্রবীণ বাস করেন। বেশ কয়েকজনের সন্তান বহু বছর ধরে দেখাশোনা করতেন না, এমনকী কোনো আর্থিক সহায়তাও দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি, তারা হঠাৎ করে বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন; কেউ ফোনে, কেউ আবার সরাসরি এসে দেখা করছেন। কারণ এখন তাঁদের নাম সরকারি নথি থেকে মুছে গেলে তার প্রভাব পড়বে সন্তানদের নিজেদের নামেও। এই বৃদ্ধাশ্রমের কর্মী তামসি দাস বললেন, গত পাঁচ বছরে তিনি এমন দৃশ্য দেখেননি। এতদিন যে বাবা-মাকে অসুস্থ হলে ফোন করাও

প্রয়োজন মনে করতেন না সন্তানরা, আজ সেই ফোনে দিনের পর দিন বাজছে। কেউ আসছেন দেখা করতে, কেউ খাবার বা ফল নিয়ে হাজির। কিন্তু তিনি মনে করেন, এই সম্পর্কের উষ্ণতা নিছক প্রয়োজনসিদ্ধ; একবার স্বার্থ মিটলে সেই উষ্ণতা মিলিয়ে যাবে। আশ্রমের এক প্রবীণ বাসিন্দা শিপ্রা কোলে জানিয়েছেন, সংসারে বহু টানাপোড়েন ছিল। ছোট ছোট ঝগড়া একসময় তাকে ক্লান্ত করেছিল, তাই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলে আসেন এই আশ্রমে। আর এক প্রবীণ প্রশান্ত হালদার বললেন, বিয়ে করেননি কখনও। দাদা-বউদি মারা যাওয়ার পর ভাইপো তাঁকে আর রাখতে চায়নি, তাই তিনিও এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন ছেলে-মেয়েরা ফোন করলে কিংবা দেখা করলে মনে হয়, অন্তত প্রয়োজনের কারণেই হোক, তাঁদের মনে জায়গা পেয়েছেন। তাঁর মুখে কোনও অভিমান নেই। হাসতে হাসতেই বলেন, বাবা-মায়ের প্রার্থনা তো চিরকাল একই; সন্তান সুখে থাকুক, দুধে-ভাতে থাকুক। সমাজ যতই বদলে যাক, এই মমতার বাঁধন আজও অটুট।

সময়ের সঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গত কয়েকদিন বুঁদ হয়েছিল কলকাতা। তবে এই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ইতিহাস এই কলকাতাবাসীর অনেকেরই অজানা। বিশেষত যাঁরা বর্তমান প্রজন্মের। ১৯৯৫ সালে প্রথম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়। তখন কিন্তু এত বড় করে হত না এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। অর্থাৎ, এই রকম এক উৎসবের রূপ পায়নি। আর সত্যি বলতে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ঘিরে এত উন্মাদনাও ছিল না। তবে, এই উৎসবের বীজ নিহিত ছিল তারও ৪৩ বছর আগে আয়োজিত 'ইফি'তে। যার পোশাকি নাম- ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্বোধন করা ওই উৎসবটি ১৯৫২-এ হয়েছিল মুম্বইতে। এরপর কেরালা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বা বুসান শুরু হয়েছিল ১৯৯৬-এ।

১৯৫২ সালে ভারতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়েছিল, তা প্রধানত দিল্লির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে এই উৎসব ভারতের অন্যান্য শহরেও হয়। কলকাতায় মোট তিনবার এই আইএফএফআই-র আয়োজন করা হয়। ১৯৮২ সালে 'ফিল্মোৎসব ৮২', ১৯৯০ সালে এবং ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৪-এ খুব বড় করে আইএফএফআই অর্থাৎ জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব হয়। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নিজের রেট্রোস্পেকটিভে মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনির উপস্থিতি। বহু বিশ্ববরেণ্য পরিচালকরা এ দেশে এসেছিলেন এই চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে। আর এই ভাবেই কলকাতার দর্শক পৃথিবীর সেরা পরিচালকদের সঙ্গে পরিচিতও হচ্ছিল। এর পরের বছর শুরু হয় কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। তখনও তা 'আন্তর্জাতিক' তকমা পায়নি। তবে কলকাতার এই চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক তকমা পেতে অপেক্ষা করতে হয় বহুকাল।

১৯৯৪ সালে কলকাতায় আয়োজিত 'ইফি'তে মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনির রেট্রোস্পেকটিভে উপস্থিত ছিলেন আন্তোনিওনি স্বয়ং। তারপরের বছর, অর্থাৎ, ১৯৯৫ সাল থেকেই শুরু হয় 'কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব'। উদ্বোধনী ছবি ছিল দেব বেনেগালের 'ইংলিশ, অগস্ট'। রেট্রোস্পেকটিভ বিভাগে দেখানো হয়েছিল আকিরা কুরোশাওয়ার ১০'টি এবং জঁ রেনোয়ার ২'টি ছবি। ২০০১ সাল থেকে এই উৎসবের নাম বদলে হয় 'কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। এরপর প্রথম 'আন্তর্জাতিক' তকমা লাগে ২০১২ সালে। সেই বছরের ফোকাস ছিল আফ্রিকা। উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানো হয়েছিল ইরানের পরিচালক আসগর ফারহাদির 'আ সেপারেশন'। যা 'শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি' ক্যাটেগরিতে অস্কার পুরস্কার পেয়েছিল। এছাড়াও এই বিভাগে দেখানো হয় উত্তমকুমার অভিনীত ২০টি ছবিও। হোমেজ

বিভাগে শ্রদ্ধা জানানো হয় সলিল চৌধুরীকে। সারা পৃথিবীর নামকরা সব ডিরেক্টরা এসেছেন এই চলচ্চিত্র উৎসবে। এই তালিকায় ছিলেন পল কক্স, ফারনান্দো সোলানাস, পাসোলিনি, নুরি বিল সিলান, মারিয়ান হ্যানসেন, আমোস গিতাই, জাফার পানাহি, মাজিদ মাজিদিদের মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা।

অনেক সময় অনেক কিছু আবিষ্কার করা যায় এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের হাত ধরে। যেমন পথের পাঁচালি যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছিল সেই সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তখন ভারতীয় ছবির সঙ্গে আন্তর্জাতিক দর্শক পরিচিত ছিল না। তাদের কাছে সেটা ছিল নতুন কিছু আবিষ্কার করার মতোই। ঠিক যেমন ভাবে একটা সময় কিয়েসলস্কি, তারকোভস্কি-কে আমরা এখানে আবিষ্কার করি। ঠিক তেমনই ফেস্টিভ্যালের সময় আমাদের উত্তেজনা ছিল এবার কাকে আবিষ্কার করব, কোন 'মাস্টার' পরিচালক আসবেন -এসব নিয়ে। এখনও সেই ট্র্যাডিশন একইরকম আছে। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এখনও কিছু না কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ থাকে। চলচ্চিত্র উৎসবের আরও একটা দিক হল প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেটাকে সিনেপ্রেমীরা বলেন, ছবি দেখা এবং মূল্যায়ন করা। আর একটা অ্যাকাডেমিক দিক থাকে, যেমন- পরিচালক কী ভাবছেন, কীভাবে দেখছেন ইত্যাদি। এছাড়াও সাংবাদিক বৈঠক, বিভিন্ন কর্মশালা তো আছেই। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবও এই ফরম্যাটেই চলে আসছে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্র উৎসবই কিন্তু সাধারণ দর্শকদের কথা মাথায় রেখে হয় না, যারা 'ফিল্ম-বাফ' তাদের জন্যই মূলত হয়। না হলে অত মানুষকে জায়গা দেবে কী করে। ২০১১ সালের ১৭তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব। নতুন সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে, প্রচারের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যেও চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতি আলাদা একটা আকর্ষণ তৈরি হয়। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। দর্শকের মান পড়েছে। আগে যে উন্মাদনা আমাদের সময়ে ছিল, এখন আর নেই। কারণ, কে দেখবে ধৈর্য্য ধরে তারকোভস্কি বা বেলা তার-কে। শেষপর্যন্ত সেই সিনেমাপাগল ছাড়া কেউ তো এসবের খোঁজ করবে না।

আদালতে হাততালি, মক্কেলদের বের করে দিলেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এজলাসে মামলা চলাকালীন বিরক্ত বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার মামলার শুনানিতে শুরু হয় তুমুল হট্টগোল, হাততালি। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা নিয়ে মানুষজনের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনকী ভিড় জমান আইনজীবীদের মক্কেলরাও। ভিড়ে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় আদালতকক্ষে। এরপই আইনজীবীদের মক্কেলদের কোর্টরুমের বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। সঙ্গে এও জানান, এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। লাইভেই দেখতে হবে শুনানি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মূলত, এসএসসি নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয় গত ১৮ সেপ্টেম্বর। সেই ফল বের হয় ৭ নভেম্বর। যে সকল চাকরিপ্রার্থীরা এই পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের একাংশের অভিযোগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছিল ভুলে ভরা। এরপরই মামলা দায়ের হয় কোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে চলছিল মামলা। এদিন, শুনানি চলাকালীন দু'পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তুমুল আইনি লড়াই চলাকালীন একদল অতি উৎসাহী মানুষ এজলাসের ভিতরেই হাতিতালি দিয়ে একপক্ষের আইনজীবীর সেই যুক্তি সমর্থন করেন। তখনই বিরক্ত হন বিচারপতি। এরপর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মোবাইল বের করে একটি হোয়াটস অ্যাপ দেখান আদালতে। বিকাশবাবুর দাবি, যাঁরা হাততালি দিচ্ছিলেন তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে মামলা চলাকালীন এজলাসে ভিড় করে থাকেন। তাতে আদালতের উপরে চাপ থাকবে।

এরপর বিচারপতি সিনহা একটু হালকাভাবেই বলেন, 'এই ভাবে কি আর চাপ দেওয়া যায়।' এরপরেই জানিয়ে দেন, আগামী দিনে এই ধরনের মামলা যা জনগণের উপর প্রভাব পড়ে সেই ধরনের মামলায় ঢুকতে দেওয়া হবে না মক্কেলদের। আর এমনিতেও মামলার লাইভ করা হয়। ফলে যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা যাতে সেই লাইভ দেখেই নিজেদের কৌতূহল মেটান তাঁরই পরামর্শ দেন তিনি।

EKDIN 13.11.2025 PAGE 4_Layout 1 11/12/2025 5:23 PM Page 1

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের গলার কাঁটা হতে চলেছেন, বন্দিদশা ঘুচতেই বোঝালেন পার্থ

সময়টা কম নয়, প্রায় তিন বছর সাড়ে তিন মাস। বন্দিদশা ঘুচিয়ে ঘরে ফিরেছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বন্দিদশার শেষ বছরটার বেশিরভাগ সময়ই এক বেসরকারি হাসপাতালের কেবিনে কাটিয়েছেন 'অসুস্থ' পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শারিরীক অসুস্থতাকে ঢাল করে একাধিকবার জামিনের আবেদন করেছেন। শোনা গিয়েছে নানা রোগে তিনি আক্রান্ত। প্রকাশ্যে যতবার এসেছেন, সুযোগ পেলে অসুস্থতার কথাই বলেছেন। চলাফেরাতেও তাকে সুস্থ মনে হয়নি। কিন্তু জামিনে ছাড়া পেতেই সব উধাও। অসুস্থতা ছেড়ে ফেলে তিনি প্রকাশ্যেই লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন খোদ নিজের দলকে। তৃণমূল কংগ্রেস দলের সংবিধানের কোন ধারায় তাঁকে সাসপেন্ড করা হল, জানতে চেয়ে খোদ দলনেত্রীকে চিঠি দিয়েছেন একদা তাঁরই মন্ত্রিসভার নম্বর টু। চিঠির কপি দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকেও। অভিষেককে দলের 'নব্য সেনাপতি' বলে উল্লেখ করেছেন। পার্থর এই চিঠি নিয়ে আপাতত তোলপাড় দলের অন্দরমহল। অনেকেই বলছেন, ছাব্বিশের আগে দলের কাঁটা হয়ে উঠতে চলেছেন সাসপেন্ডেড পার্থ।চট্টোপাধ্যায়। মোদ্দা কথা, তিনি যে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না তা বন্দিদশা ঘুচতেই সাফ বুঝিয়ে দিলেন পার্থ। লড়াইয়ের জন্য তিনি তৈরি। চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিয়েছেন দলকে। এবার দল কী করে, সেটাই দেখার। আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন, তার সততার পরীক্ষা করতে তিনি বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের দরবারে যাবেন। উল্লেখ্য, ওই কেন্দ্র থেকে তিনি টানা বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে আসছেন। মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিলেও তিনি এখনও বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক। শোনা যাচ্ছে, তিনি দলবিহীন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় যাওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সবমিলিয়ে বিধানসভা ভোটের মুখে দলকে কঠিন সমস্যায় ফেলতে চলেছেন পার্থ।বিপদের দিনে দল তাঁর পাশে থাকেনি, নিয়োগ দূর্নীতির গোটা দায় তাঁর ওপর চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে বাকিরা। সেটা যে তিনি ভালোভাবে নেননি তা স্পষ্ট। তাই কি এবার সরাসরি সংঘাতের পথই ধরলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, বোঝা যাবে আগামীদিনেই।

আজকের দিন

■ **১৯৪০** - অ্যানিমেটেড ছবি ফ্যান্টাসিয়া প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয় এবং এটি ডিজনির আরও বিতর্কিত কাজগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে, এর অলৌকিকতার জন্য উপহাস করা হয় এবং এর অত্যাশ্চর্য দৃশ্যমানতার জন্য প্রশংসিত হয়।

■ **২০১৫ - প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলা:** এই দিনে, সন্ত্রাসীরা প্যারিস এবং এর আশেপাশের এলাকায় সমন্বিত হামলা চালায়, যা সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ছিল বাটাক্লান থিয়েটার এবং কনসার্ট হলে; সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত এবং ৩৫০ জনেরও বেশি আহত হয়।

■ **বিশ্ব দয়া দিবস**

১৩ নভেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব দয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। ভারতও এই দিনটি পালন করে এমন একটি দেশ, যা দয়ার কাজের মাধ্যমে করুণা, সহানুভূতি এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রচার করে।

জন্মদিন

আজকের দিন

জুহি চাওলা

১৯১৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসন্তদাদা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা সোনির জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জুহি চাওলার জন্মদিন।*

এপারের বাঙালির রবীন্দ্রানুরাগ ও আধিপত্যবোধ ওপারের মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর নীরবতা পালন করে

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিয়ে যেভাবে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল, তা দেখে এপারের বাঙালির তাঁর প্রতি তীব্র অনুরাগ ও আধিপত্যকামী প্রকট মানসিকতা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হল। অথচ ওপার বাংলায় যখন মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেরূপ উচ্চবাচ্য, প্রতিবাদ দেখা যায়নি, তখন তা ভাবলে দ্বিচারিতা মনে হয়। পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে বারবার শিকার হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । অথচ তা নিয়ে এপার বাংলার ভয়ঙ্কর নীরবতা স্বাভাবিক ভাবেই বিস্ময় সৃষ্টি করে । বাংলাদেশে বিগত ২০২৪-এর ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের পর থেকেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার লক্ষ্যে ধ্বংসলীলা চলতে থাকে,তেমনই সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার আয়োজন প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিমানসে এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বজনীন শ্রদ্ধেয় আধিপত্যই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা মনে হয় । এজন্য ধর্মীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মোচনে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করা থেকে অস্বীকার করার সক্রিয় তৎপরতা সামনে চলে আসে । তাঁর মূর্তিতে কালি লেপে দেওয়া,সিলেবাস থেকে তাঁর রচনা বাতিল করা, তাঁর বই পোড়ানো বা তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতকে অমান্য করার প্রয়াস নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়ে । বিগত ৮ জুন বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃকবাড়ি ভাঙচুরের খবর সামনে আসে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি বলা হয় । ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বাড়িটি সে দেশের সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করে রবীন্দ্রস্মৃতিকে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। অথচ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থার অভাবে সেই রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থই আজ দুষ্কৃতীদের ধ্বংসের শিকার হয়ে উঠেছে । খবরে প্রকাশ সেখানে ঘুরতে আসা এক পরিবারের গাড়ি পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে বাড়িটির দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের সঙ্গে পরিবারটির বচসা থেকেই পরবর্তীতে উন্মত্ত জনতার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থকে এভাবে ভাঙচুর করার নেপথ্যে ধর্মীয় চরমপন্থীদের সচেতন প্রয়াস বর্তমান, তা বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই প্রতীয়মান । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সরকারও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রতি এ বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। দুর্ঘটনাটি যে আকস্মিক নয়, সচেতন ভাবেই পরিকল্পিত,তার যোগসূত্র অতীত থেকে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহেই প্রতীয়মান ।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভ করে । সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান,তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় । সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়,এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয় । 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি 'মাহে নও' পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, 'সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি ।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে । সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল,অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে । মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে 'পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ' -এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায় । ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে । তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল,তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে । সনজিদা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান' নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'সার্ধশতজন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা',২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন 'বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে । 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর' গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে । ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের গান তথা 'কল্পনা' কাব্যের কবিতা 'সে আমার জননী রে' আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে।' সেক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে' মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে ।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে । সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে । ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় । এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে,বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় ' রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী---অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী।' সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের বাতিঘর। তাঁর আলোতেই সে দেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এজন্য ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য মৌলবাদীদের তাঁকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অস্বীকার ও অশ্রদ্ধা করায় মেতে ওঠে। এজন্য ৫ আগস্টে মৌলবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথে পথের কাঁটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অস্বীকারের আয়োজন সক্রিয়তায় তীব্রতা লাভ করে । সেখানে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে মৌলবাদী ধর্মবিদ্বেষীদের প্রতিষ্ঠা লাভের লক্ষ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে । সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ধারাবাহিক রবীন্দ্রবিরোধিতারই নগ্ন রূপ ! অথচ তা নিয়ে এপার বাংলায় কোনওরকম প্রতিবাদী আন্দোলন বা প্রতিরোধী জমায়েত সংগঠিত হয়নি। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষি হয়ে নীরবতা পালনে মুখরক্ষার প্রয়াস জারি থেকেছে। রবীন্দ্রনাথ আপামর বাঙালির প্রাণের ঠাকুর, মানের পরাকাষ্ঠা । তাঁর মাধ্যমেই বাঙালির আত্মপরিচয় সগৌরবে বর্ণরঙিন । তাঁকে নিয়ে এপার-ওপারের অনুরাগ ও আধিপত্যে দ্বিচারিতা প্রদর্শন কোনওভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অথচ 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' থেকে 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গান নিয়ে এপার বাংলার বাঙালির তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনের উচ্চকিত সরবতাই ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে মুছে ফেলা থেকে অস্বীকার করার উদাসীন নীরবতাকে আরও প্রকট করে তোলে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

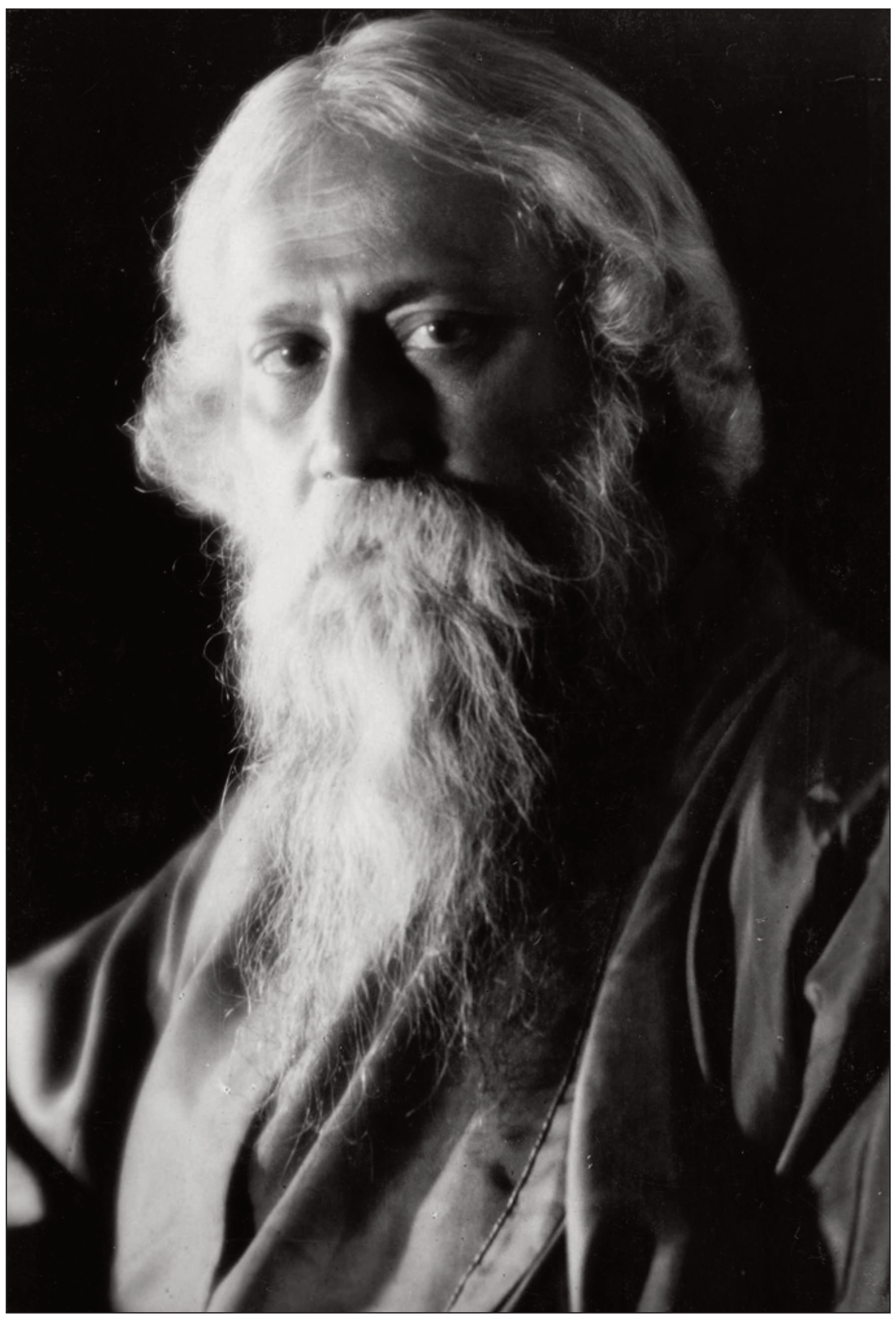

'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি 'মাহে নও' পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, 'সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে। সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল, অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তিন জেলাকে একত্রিত করে সিনার্জি সম্মেলন হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ, ব্যবসার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করতে হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা এই তিন জেলাকে একত্রিত করে জেলার শিল্প (সিনার্জি) সম্মেলনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিল রাজ্য সরকার। হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক লাভলি মৈত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, কর্মাধ্যক্ষ অসীম মাঝি, সুবীর মুখোপাধ্যায়।

এ দিন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমাদের রাজ্য এগিয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ধনেখালির দশঘড়ায় হস্তনির্মিত কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সেখানে এখন হস্তনির্মিত কাগজ উৎপাদন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, শ্রীরামপুরে সিল্ক হাব তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। শ্রীরামপুরে সরকার পরিচালিত সুতা কলের পরিকাঠামোর আমূল সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাক তৈরি করা হচ্ছে। পর্যটনের ক্ষেত্রেও শিল্পের সম্ভবনা তৈরি হয়েছে। তাই শিল্পোদ্যোগীরা এই সম্মেলন থেকে সব সুবিধা পাবেন।'

সরকারের শিল্প স্থাপনে সদর্থক কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বিগত অর্থবর্ষে গত তিন মাসে ৫০০-র বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে জমি বিষয়ক, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সংযোগ ও ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে এমএসএমই প্রকল্পে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েক হাজার কোটি ঋণ দেওয়া হয়েছে।' বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরে নতুন শিল্পের জন্য ২৭ বিঘে জমি নেওয়া হয়েছে।' সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন জীবন পেয়েছে সুন্দরবন। সেখানে মধু সংগ্রহকারীদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা ও বাড়তি আয়ের জন্য সরকার সরাসরি তাঁদের থেকে মধু কেনা শুরু করেছে।' এ দিনের শিল্প সম্মেলনে হাজির ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি ও পুলিশ কমিশনার অমিত পণ্ডিত জাভালগি-সহ প্রশাসনের কর্তারা।

কান্দিতে বিস্ফোরণ, মৃত শিশু-সহ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কান্দি: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কান্দি থানার রামেশ্বরপুর। গ্রামের একটি বাড়িতে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনে পুড়ে যায় গোটা বাড়িটি। ঝলসে যায় একই পরিবারের এক শিশু-সহ মোট ছ'জন। জখম পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বছর তিনেকের শিশু কন্যা-সহ আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকিদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। মৃত ও জখমদের মধ্যে একজন পুরুষ যিনি ওই বাড়ির কর্তা। মৃত ও জখমদের নাম আল্লাদি বিবি, রুলি বিবি, আমিনা পারভিন (৩), নুরজাহান খাতুন, আনিসুর শেখ ওরফে ডালিম, রিজবা বিবি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল এখনও জানা যায়নি। কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা বলেন, 'খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছই। পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমি নিয়ে এসেছি। অপর একজন গোকর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এতবড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারেনা। ওই প্রতিবেশীদের বাড়িতে বোমা মজুত ছিল বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরে পেতে ধরনায় স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নিজের স্ত্রী এবং সন্তানকে ফিরে পেতে শ্বশুর বাড়ির সামনে ধরনায় বসলেন বেচারাম মণ্ডল। জানা গেছে, প্রায় ১৫ বছর আগে টিনামনি মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় বেচারামের। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। কিন্তু প্রায় ন'মাস আগে হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যান টিনামনি। তারপর থেকেই স্ত্রী-সন্তানকে ফিরে পেতে কখনও থানার দ্বারস্থ হয়েছেন, কখনও আবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন বেচারামবাবু। তবুও কোনও ফল মেলেনি। শেষমেশ অসহায় অবস্থায় বুধবার সকালে বারাসাত পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অশ্বিনীপল্লী এলাকার শ্বশুরবাড়ির সামনে বসে পড়েন ধরনায়।

কেরলে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেরলে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদা রতুয়ার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় ৪০ ফিট উচ্চতার নারকেল গাছ থেকে পড়েই এই বিপত্তি ঘটে। বুধবার ওই পরিযায়ী শ্রমিকের রতুয়ার গ্রামের বাড়িতে মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম মিজানুর রহমান (২৬)। তার বাড়ি রতুয়া ১ ব্লকের চাঁদমণি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গুঞ্জরোক গ্রামে। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা স্ত্রী এবং এক নাবালক কন্যা সন্তান। প্রায় চার মাস আগে কাজে সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিল কেরলে। সেখানে শ্রমিক হিসেবে নারকেল পাড়ার কাজে যুক্ত হয়েছিল। গত শুক্রবার অসাবধানতার কারণে নারকেল গাছ থেকে নিচে পড়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় তার সহকর্মীরা স্থানীয় এক হাসপাতালে ভর্তি করেন। বুধবার চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। সরকারি আর্থিক সহযোগিতার দাবি জানিয়েছে মিজানুরের পরিবার-সহ গ্রামবাসীরা। যদিও এই প্রসঙ্গে রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও সুব্রত বাউলক জানিয়েছেন, 'বিষয়টি শুনেছি। এখনও পর্যন্ত কেউ লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। আবেদন জানালে পরিযায়ী শ্রমিকরা সরকারিভাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় সবগুলোই তাঁর পরিবার পাবেন।'

গুসকরায় মমতা এবং অভিষেকের পোস্টার বিকৃত করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর। বাড়ি বাড়ি এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন বিএলও'রা। কিন্তু বহু মানুষ আছেন, যারা সেই ফর্ম কিভাবে ফিলাপ করতে হবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না। যার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম ফিলাপের জন্য ক্যাম্প করেছে তৃণমূল। সেই ক্যাম্পে লাগানো হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। সেই ছবি বিকৃত করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরের ছ'নম্বর ওয়ার্ড শান্তিপুর এলাকায়। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া পোস্টার বিকৃত করার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গিয়েছে, শান্তিপুরে বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরের অস্থায়ী ক্যাম্পের বাইরে লাগানো হয় পোস্টার। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া পোস্টার বিকৃত করা হয়। কে বা কারা এই কাজ করেছে তা স্পষ্ট করে কেউ কিছু না বলতে পারলেও বিজেপির দিকেই সন্দেহের আঙুল তুলেছেন তৃণমূল কর্মীদের।

৬ সিপিএম কর্মী খুনে ৪৫ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সিপিআইএম-এর ৬ জন কর্মীকে অপহরণ ও খুনের ঘটনার অভিযোগে বুধবার ঝাড়খণ্ড পার্টির ৪৫ জনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ-২ এর এজলাসে সাজা ঘোষণা করেন বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। সাজাপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালের ৭ মে বেলপাহাড়ি থানার হিজলা জঙ্গল এলাকা থেকে ৬জন সিপিআইএম কর্মীকে অপহরণ করে খুন করার অভিযোগ ছিল। ওইদিন সিপিআইএম পার্টির একটি সভায় যোগ দিতে মনোজ গড়াই, বিপুল মাহাত,কার্তিক মাহাত, ডা. সৌমেন মুখার্জী, সাধন মাহাত, বিদ্যুৎ মাহাত সকাল ৯টা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হন। বেলপাহাড়িতে হিজলার উদ্দেশ্যে ৫টি সাইকেলে ৬জন রওনা হয়েছিলেন। বেলা ১০ টায় মিটিং শুরু হলেও ওই ৬ জন সক্রিয় পার্টি কর্মী কেউই উপস্থিত হননি। বাকি কর্মীরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, হিজলার জঙ্গলের দিকে তাঁদের অপহরণ করা হয়েছে। পরের দিন কপাটকাটার জঙ্গল থেকে সকলের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ছুরি, বল্লম, লাঠি, তির দিয়ে নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় ১৯৯৩ সালে ৮মে ঝাড়খণ্ড পার্টির ১০৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ঘটনায় মঙ্গলবার আদালত ৪৫ জন অভিযুক্তর সাজা ঘোষণা করে। বুধবার তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেন বিচারক। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ২২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২৪ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৭৬.৪৯	৮৭.৬৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	২৯.৬৯	৫১.৩০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৯.৬৯	৫১.৩০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৩.০৯	৪৩.০৮
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	২৩.০৯	৪৩.০৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) সমাপ্ত ৩১ মার্চ পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিতমতো		
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :		
	১. মৌলিক	০.৪৩	০.৮১
	২. মিশ্রিত	০.৪৩	০.৮১

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০.০৯.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।
খ) ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১২ নভেম্বর, ২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

SBI — এসবিআই, এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)

৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি-৭১২২৩২ ই-মেল - sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 40052632293 এবং 40052669405

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **২৮.০৭.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাজীব দত্ত এবং শ্রীমতী অপর্ণা মাইতি স্বামী রাজীব দত্ত, ফ্ল্যাট নং বি ৪০১, ৫ম তল, সাইবালা অ্যাপার্টমেন্ট, পো - চিকরান্ড, থানা চণ্ডীতলা, হুগলি ৭১২১০৪** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৪২,৬৩৭ টাকা (একুশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত** এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। আপনার চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্রীরামপুর শাখার** নিকট বকেয়া **২১,৪২,৬৩৭ টাকা (একুশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-৪০১ , ৫মতলে, ভবনের নাম বি এন এম পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৯০০ বর্গফুট এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৮০ বর্গফুট , আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮, পুরানো খতিয়ান নং ২৭৫, নং ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৬৯৯, ১৭০০ এবং ১৭০১ অবস্থিত মৌজা :চিকরান্ড,জেএল নং ৮১, থানা : চণ্ডীতলা, জেলা : হুগলি, নাইতি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস জনাই অধিক্ষেত্রে এবং জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, হুগলি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং বি-৪০২, লিফট, সিঁড়ি; **দক্ষিণে :** জনাই স্টেশন রোড, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং বি-৪০৩; **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক। **সম্পত্তি শ্রী রাজীব দত্ত পিতা রবীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অপর্ণা মাইতি স্বামী রাজীব দত্ত** এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৬০৫০২০৭৩-২০২১ সালের, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১,পৃষ্ঠা ৪৯২২৩ থেকে ৪৯২৮০, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর -জনাই, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

তারিখ - ০৬.১১.২০২৫
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শীলা দাস, রোহিত দাস এবং প্রবীর দাস	ক) ৯৬,৪৭,৬১০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬০৩৮০৫৬০, ০৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৭.০২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৩.০২.২০২৫ গ) ১১.১১.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রেমিসেস নং ২৫৭, পূর্বাচল কালীতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮,অবস্থিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক, মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ১৪৫, খতিয়ান নং ১১২, হাল খতিয়ান নং ২২৩৩, দাগ নং ৪১৫২, থানা : কসবা (পূর্বতন টালিগঞ্জ), ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী চক্রবর্তীর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** সড়ক; **পশ্চিমে :** সুজিৎ ব্যানার্জির সম্পত্তি।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৫, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIF/16AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ যে মেসার্স রূপালি অটোমোবাইলস একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
শোরুম, চার্জিং স্টেশন এবং পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন সহ বৈদ্যুতিক যানবাহন (EVS) এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ব্যবসা, বিপণন এবং পরিষেবা প্রদানের ব্যবসা পরিচালনা করা।
প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ৪৩৭, আর বি সি রোড, পোস্ট গারিফা, থানা নৈহাটি, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন- ৭৪৩১৬৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত অফিসে দেখা যাবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।
তারিখ ১৩ নভেম্বর, ২০২৫

আবেদনকারীর পক্ষে
মেসার্স রূপালী অটোমোবাইলস
স্বা/-
বীরদীপ সাহা
অংশীদার

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)] রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/159/2022
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স বকুলতলা নাজারুল স্মৃতি সংঘ
এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স বকুলতলা নাজারুল স্মৃতি সংঘ, গ্রাম -বকুলতলা, পো : বকুলতলা, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, -৭৪৩৩৩৮
(সিডি ২) ফজলুর রহমান মোল্লা, পিতা আবদুস রজ্জাক মোল্লা, সভাপতি- মেসার্স বকুলতলা নজরুল স্মৃতি সংঘ, গ্রাম -বকুলতলা, পো : বকুলতলা, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, -৭৪৩৩৩৮
(সিডি ৩) রহমান সরদার, পিতা ইউনুস সরদার, সম্পাদক- মেসার্স বকুলতলা নজরুল স্মৃতি সংঘ, গ্রাম -বকুলতলা, পো : বকুলতলা, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, -৭৪৩৩৩৮
(সিডি ৪) জাহাঙ্গির সরদার, পিতা রজ্জাক সরদার, কোষাধ্যক্ষ - মেসার্স বকুলতলা নজরুল স্মৃতি সংঘ, গ্রাম -বকুলতলা, পো : বকুলতলা, থানা : জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, -৭৪৩৩৩৮

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/532/2015** অনুযায়ী পরিমাণ **৯৬১৯৩১৫.৪৯ টাকা (ছিয়ানব্বই লাখ উনিশ হাজার তিনশ পনের টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৯.০৩.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **৬৮০০০ (আটষট্টি হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৬.১২.২০২৫** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৩.০৬.২০২৫

স্বা/-
প্রদীপ কুমার মণ্ডল
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

অ্যাসেট রিকভারি শাখা, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কাজের জায়গা : যমুনা ভবন, ২য় তল
৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

সংশোধনী
মেসার্স রাহুল প্লাইউড সেন্টার (লট নং ৪) এর সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয় সম্পর্কিত নোটিশ যা এই সংবাদপত্রে ২৪.১০.২০২৫ এবং যা ১৪.১১.২০২৫ সম্পাদন নির্ধারিত, **সম্পত্তি আইডি UBINKOLARB6786D** এর পরিবর্তে UBINKOLARB6786C পড়তে হবে।
অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড (CIN : L52100WB1983 PLC035857) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস এএ-৪৭, সল্টলেক সিটি সেক ১, বিএলএএ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৪ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ মুম্বই অধিক্ষেত্র অধীন "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনে ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড এর পক্ষে
প্রিয়েশ শান্তিলাল জৈন
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ১৩.১১.২০২৫ — ডিন - ০০৭৪১৫৯৫
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	৯৫	৬০৬	৭৮৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১৭	৪৩৩	৬৬২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১৭	৪৩৩	৬৬২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪	৪২০	৪৮৬
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৭	৪১৪	৪৮০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার)			
মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.০০	০.২০	০.২৩

দ্রষ্টব্য :
১. ১২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

SBI — এসবিআই, এএমসিসি কল্যাণী (কোড ৬২৯৮৮)

বি-৯/১৩৯, সিভিল সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক
কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
ই-মেল - sbi.62988@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু — **A/C No. 40092752669 (CC)**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **২৮.০৮.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স গীতা অটোমোবাইল স্বত্বা - শ্রী অনিমেষ চক্রবর্তী পিতা অমিয় চরণ চক্রবর্তী এইচ/ নং ৬৮, ৩ নং দুর্গানগর (পল্লীশ্রী) বিদ্যাসাগর পাঠশালার নিকট, পো - চাকদা, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪১,০২,২২৬.০০ টাকা (একচল্লিশ লাখ দুই হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা) ২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি কল্যাণী (৬২৯৮৮) নিকট বকেয়া **৪১,০২,২২৬.০০ টাকা (একচল্লিশ লাখ দুই হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা) ২৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীনে জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ ঢাকা এরিয়া ১২ শতক কমবেশি মৌজা - উত্তর ঘোষপাড়া, জেএল ২৩, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ১২১, এলআর দাগ নং ৬৪২, আরএস খতিয়ান নং ৩৪২, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৫, হাল খতিয়ান নং ২৫০৪, চাকদহ পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৬, অবস্থিত এইচ/নং ৬৮, ৩নং দুর্গানগর (পল্লিশ্রী), বিদ্যাসাগর পাঠশালা এর নিকট, পো : চাকদহ, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২। দলিল নং ০৩৯২৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫, পৃষ্ঠা ৩৭০০ থেকে ৩৭০৯, -২০০৮ সালের। এডিএসআরও-চাকদহ। **সম্পত্তি শ্রী অনিমেষ চক্রবর্তী,** পিতা অমিয় চরণ চক্রবর্তী এর নামে ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; দক্ষিণে : রামকৃষ্ণ বাগ এর সম্পত্তি; পূর্বে : গোপাল চন্দ্র দত্ত এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র সাহা এর সম্পত্তি।

বিঃদ্রঃ দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ - ১১.১১.২০২৫
স্থান - কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

REGAAL RESOURCES — রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড

সিআইএন: U15100WB2012PLC171600
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭ম তল, ডি২/২, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ০৩৩ ৩৫২২২৪২২ ই-মেইল: info@regaal.in ওয়েবসাইট: www.regaalresources.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(শেয়ার প্রতি আয় ছাড়া অন্য সব তথ্য মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: ৩০ সেপ্টে. ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: ৩০ জুন ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: ৩০ সেপ্টে. ২০২৪ অনিরীক্ষিত উল্লেখ্য নোট-৬	ছয় মাস সমাপ্ত: ৩০ সেপ্টে. ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত: ৩০ সেপ্টে. ২০২৪ অনিরীক্ষিত উল্লেখ্য নোট-৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	৩,২০০.২৩	২,৪৬৫.৬৯	২,০৪৫.২০	৫,৬৬৫.৯২	৩,৯৯৩.৯৫	৯,১৫১.৬১
২.	অন্যান্য আয়	২.৫৪	২.৫৭	৪.২৯	৫.১১	৯.১০	২৪.১৫
৩.	মোট আয় (১+২)	৩,২০২.৭৭	২,৪৬৮.২৬	২,০৪৯.৪৯	৫,৬৭১.০৩	৪,০০৩.০৫	৯,১৭৫.৭৬
৪.	খরচসমূহ						
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	১,২৮৮.৬২	১,৩৪০.২৮	১,১০৫.৩০	২,৬২৮.৯০	২,১০৭.২৫	৫,৩০৮.৮৫
	(খ) বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্যের ক্রয়	১,০৭৫.৭৮	৪২৩.৫১	৩৬৩.৯২	১,৪৯৯.২৯	৬০৭.৯১	১,৪০০.৪৯
	(গ) প্রস্তুত পণ্য, বিক্রয়ের জন্য মজুত পণ্য এবং প্রক্রিয়াধীন কাজের মজুত (ইনভেন্টরি)-এর পরিবর্তন	৫০.৪৪	৮৩.৮৫	(৭১.৭৪)	১৩৪.২৯	৬৪.৫৯	(৬৩.৩৩)
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধা খরচ	৭৩.৬৭	৭৩.৩৮	৫৯.০৩	১৪৭.০৫	১১৭.৭৩	২৪৬.৪৪
	(ঙ) অর্থায়ন খরচ	৮৯.৮৯	৮৭.১৯	১০৮.১০	১৭৭.০৮	১৯৭.৩৩	৩৭৩.৫০
	(চ) অবচয় এবং বিলোপন খরচ	৩৯.৮২	৩৯.৪২	৩২.৪৯	৭৯.২৪	৬৪.৬৩	১৪০.৫৬
	অন্যান্য খরচ	৩৬১.৩৬	৩০০.০১	২৭৭.৮৪	৬৬১.৩৭	৫৪৬.২৩	১,১৩১.২৬
	মোট খরচ	২,৯৭৯.৫৮	২,৩৪৭.৬৪	১,৮৭৪.৯৪	৫,৩২৭.২২	৩,৭০৫.৬৭	৮,৫৩৭.৭৭
৫.	করের আগে লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)	২২৩.১৯	১২০.৬২	১৭৪.৫৫	৩৪৩.৮১	২৯৭.৩৮	৬৩৭.৯৯
৬.	কর খরচসমূহ						
	(ক) চলতি কর	৪৬.৫৩	১৬.৫৩	৩৩.০৩	৬৩.০৬	৫৩.০৪	১০৬.৬০
	(খ) স্থগিত কর	৯.৫৪	১৩.৪২	১০.৭০	২২.৯৬	২১.৭৭	৫৪.৭১
	মোট কর খরচ	৫৬.০৭	২৯.৯৫	৪৩.৭৩	৮৬.০২	৭৪.৮১	১৬১.৩১
৭.	নির্দিষ্ট সময় / বছরের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (৫-৬)	১৬৭.১২	৯০.৬৭	১৩০.৮২	২৫৭.৭৯	২২২.৫৭	৪৭৬.৬৮
৮.	অন্যান্য ব্যাপক আয় যে আইটেমগুলো লাভ বা ক্ষতিতে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হবে না নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনার পুনঃপরিমাপ	১.৭১	০.০১	২.৪১	১.৭০	২.০৬	২.১১
	উপরোক্তের সাথে সম্পর্কিত আয়কর	(০.৪৩)	০.০০	(০.৬১)	(০.৪৩)	(০.৫২)	(০.৫৩)
	অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর-পরবর্তী নিট)	১.২৮	(০.০১)	১.৮০	১.২৭	১.৫৪	১.৫৮
৯.	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (৭+৮)	১৬৮.৪০	৯০.৬৬	১৩২.৬২	২৫৯.০৬	২২৪.১১	৪৭৮.২৬
১০.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ৫ টাকা)	৫১৩.৬২	৪১০.৬৮	৩৮৩.৪১*	৫১৩.৬২	৩৮৩.৪১*	৪১০.৬৮
১১.	অন্যান্য ইক্যুইটি						
১২.	প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (টাকায়) - (বার্ষিকীকরণ করা হয়নি)						
	(ক) মৌলিক	১.৮৬	১.১০	১.৭০*	২.৯৬	২.৯০*	৬.০৫
	(খ) মিশ্রিত	১.৮৪	১.০৯	১.৭০*	২.৯৩	২.৯০*	৬.০৩

* উল্লেখ্য নোট- ৪
১ উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪, ইন্টেরিম ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ('ইন্ড এএস ৩৪') এ বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতিগুলি এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সেবি কর্তৃক সময় সময় জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ লিস্টিং রেগুলেশনসের ৩৩ নং রেগুলেশনের উপস্থাপনা ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে।
২ কোম্পানিটি মূলত 'ভুট্টা স্টার্চ এবং এর উপজাত পণ্য' উৎপাদন এবং ভুট্টা ব্যবসার সাথে জড়িত। কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ (সংশোধিত) এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস ১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্টস' অনুসারে কোনো পৃথক রিপোর্টিং সেগমেন্ট নেই।
৩ ২০২৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে, কোম্পানি তার ইনিশিয়াল পাবলিক অফার (আইপিও) সম্পন্ন করেছে, যেখানে প্রতিটি ৫ টাকা ফেস ভ্যালু সহ ২৯,৯৯৯,৫২০ টি ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি শেয়ার ১০২ টাকা ইস্যু মূল্যে (প্রতি শেয়ারে ৯৭ টাকা শেয়ার প্রিমিয়াম সহ) ইস্যু করা হয়েছে। আইপিও-এর ফলস্বরূপ, ২০২৫ সালের ২০ই আগস্ট তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (বিএসই) এ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই ইস্যুটিতে ২০,৫৮৭,৫২০ টি ইক্যুইটি শেয়ারের ফ্রেশ ইস্যু অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মোট পরিমাণ ২,০৯৯.৯৩ মিলিয়ন টাকা এবং বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ৯,৪১২,০০০ টি ইক্যুইটি শেয়ারের অফার ফর সেল, যার মোট পরিমাণ ৯৬০.০২ মিলিয়ন টাকা। মোট আইপিও খরচ ৩৩৩.০০ মিলিয়ন টাকা (কর ব্যতীত) বিক্রয়কারী শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা বিক্রি করা শেয়ার এবং কোম্পানি কর্তৃক ইস্যু করা শেয়ারের অনুপাতে আনুপাতিকভাবে ভাগ করা হয়েছে। আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার (আইপিও খরচ বাদে) নিচে সংক্ষিপ্ত করা হলো-

প্রোস্পেক্টাস অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রোস্পেক্টাস অনুযায়ী ব্যবহার করার পরিমাণ	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যবহৃত পরিমাণ	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অব্যবহৃত পরিমাণ *
আমাদের কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ এবং/অথবা অগ্রিম পরিশোধ	১,৫৯০.০০	১,৫৮১.০৮	৮.৯২
সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যসমূহ	২৮১.৪০	২৪৮.৩০	৩৩.১০
মোট প্রাপ্ত অর্থ	১,৮৭১.৪০	১,৮২৯.৩৮	৪২.০২

* ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অব্যবহৃত নেট প্রাপ্ত অর্থ সাময়িকভাবে কোম্পানির একটি নির্দিষ্ট বিশেষ চলতি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে।
৪ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন এবং বেসিক/ডাইল্যুটেড আর্নিংস পার শেয়ার (প্রতি শেয়ারে উপার্জন) ইন্ড এএস ৩৩ - আর্নিংস পার শেয়ার অনুসারে শেয়ার উপবিভাগ (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হয়েছে) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরে (অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর পরে) করা বোনাস ইস্যুর প্রভাব প্রতিফলিত করার জন্য সমন্বয় ও উপস্থাপন করা হয়েছে।
৫ উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ই নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৬ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিকের সংখ্যাগুলি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়নি। কারণ ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা করা আর্থিক ফলাফল জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্তির পর থেকে প্রযোজ্য, যা জুন ৩০, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক থেকে কার্যকর হয়েছে। তবে, ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছে যে এই সময়ের আর্থিক ফলাফলগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।
৭ সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী এর সাথে সংযুক্ত করা হলো।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.১১.২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
রিগাল রিসোর্সেস লিমিটেড
অনিল কিশোরপুরিয়া
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন: ০০৭২৪৩২৮

মমতাবালার উপস্থিতিতে অনশন মঞ্চে নবম দিনেও দেখা মিলল না তৃণমূল নেতৃত্বের

মতুয়া থেকে কী মুখ ফেরাচ্ছে তৃণমূল? খোঁচা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মমতা বালার উপস্থিতিতে মতুয়া পাগল গোসাইদের আমরণ অনশন মঞ্চে নবম দিনেও দেখা মিলল না তৃণমূল নেতৃত্বের। মতুয়া থেকে কী মুখ ঘোরাচ্ছে তৃণমূল? ঘুরপাক খাচ্ছে এই প্রশ্ন। প্রথম দিন থেকে নবম দিনেও দেখা নেই তৃণমূল নেতৃত্বের। এসআইআর-এর প্রতিবাদে মতুয়া গোঁসাইদের সঙ্গে আমরণ অনশনে অষ্টম দিনে যোগদান করলেন মমতা বালা ঠাকুরও। কিন্তু অনশন মঞ্চে তৃণমূল নেতৃত্বের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ অনশনকারী মতুয়াদের একাংশের। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে এসআইআর আইনের প্রতিবাদ ও নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে শুরু হওয়া আমরণ অনশন বুধবার অষ্টম দিনে পা দিল। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের ডাকে ৫ নভেম্বর থেকে চলা এই আন্দোলনে বুধবার সামিল হন মতুয়াদের বড়মা তথা তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। এদিন সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে হরি গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দিয়ে অনশনে বসেন তিনি। মমতা ঠাকুর অনশনকারী মতুয়াদের বাড়তি অক্সিজেন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মনোবল বাড়িয়েছেন। তাঁদের কথায়, মমতা ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাঁরা অনেক বেশি সাহস পেয়েছেন। অন্যদিকে, নাগরিকত্ব মতুয়াদের অস্তিত্বের প্রশ্ন বলে জানিয়েছেন মতুয়ারা। তাঁদের মতে, 'যারা মতুয়া সমাজকে ভোটের সময় মনে রাখে তাঁদের উচিত আমাদের কষ্টের সময় পাশে থাকা। নাগরিকত্ব শুধু কাগজ নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন।' অনশনে অংশ নিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে মমতা ঠাকুর বলেন, 'মতুয়াদের জন্য আজ আমি মমতা ঠাকুর। আমার ঠাকুর আর মতুয়ারা না থাকলে আমি কিছুই না। মতুয়াদের অধিকারের জন্য মৃত্যু বরণ করতেও রাজি আমি।' অনশনকারীদের রোহিঙ্গা বাংলাদেশি মুসলমান বলা নিয়ে শান্তনু ঠাকুরকে পাল্টা প্রশ্ন করেন মমতা ঠাকুর। তবে অনশন মঞ্চে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি হাজির না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে মতুয়া সমাজ। মতুয়ারা প্রশ্ন তুলেছেন, মমতা ঠাকুর নিজে তৃণমূলের সাংসদ, তাহলে তাঁর পাশে দাঁড়াতে দলের নেতারা কোথায়? অনশন চলতে চলতেই তৃণমূলের প্রতিনিধি না আসা তাঁদের কাছে অত্যন্ত হতাশাজনক। যদিও মমতা বালা ঠাকুর বলেন, 'অনেকে যোগাযোগ করছেন, আশা রাখছি আসবেন।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে এখন চলছে মতুয়াদের আত্মমর্যাদার লড়াই। মমতা ঠাকুরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরও তীব্র হচ্ছে আর তৃণমূলের অনুপস্থিতি যেন সেই প্রতিবাদের আগুনে আরও ঘি ঢালছে। এই প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দেবদাস মণ্ডল কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল মতুয়াদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এটা আমরা আগেই বলেছিলাম। আর এবার তার তরতাজা প্রমাণ। মমতা বালা ঠাকুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সংসদ অথচ তিনি লোক দেখানো এই অনশন করছেন। তাঁর দলের নেতা-নেত্রীদের কোনও দেখা নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন মমতা বালাকে। আর তার পেছনে তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন। আগামী দিনে তৃণমূলের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার মতুয়াদের জন্য ভেবেছেন, তাই সিএএ আইন নিয়ে আসলেন যার মাধ্যমে কোনও উদ্বাস্তু মতুয়া কেউ বিতারিত হবেন না ভারতবর্ষ থেকে। এখনও যারা সিএএ-তে আবেদন করেননি, তারা প্রত্যেকে আবেদন করুন। আর তৃণমূলের এই মিথ্যে নাটকে কান দেবেন না।'

জ্যাঠাকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাজ্যে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। বাড়ি বাড়ি এনুমারেশনের ফর্ম নিয়ে পৌঁছাচ্ছেন বিএলও'রা। এরই মধ্যে উঠে এলো এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। জ্যাঠাকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। আবার নিজের পিতার নাম দিয়ে আরো একটি ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যিনি এই কাজ করেছেন তিনি আবার সাতগেছিয়া পঞ্চায়েতের শ্বাসপুর রামকৃষ্ণপল্লির বিজেপির সদস্য। পঞ্চায়েত সদস্যের ভোটার লিস্টে একই ব্যক্তির দু'বার নাম দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

গোপাল বাড়ুই কালনা দু'নম্বর ব্লকের সাতগেছিয়া পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য, একটি ভোটার কার্ডে তাঁর নিজের জ্যাঠা দুলাল বাড়ুইকে পিতা বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেন। পরবর্তীকালে তিনি আরেকটি ভোটার কার্ড করেন নিজের বাবা অনিল বাড়ুই-এর নাম দিয়ে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই তাঁর এই দু'টি ভোটার কার্ড ছিল, এখন ভোটার তালিকায় তাঁরই দুটি নাম থাকায়, উঠছে প্রশ্ন। কি করে জ্যাঠাকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ড এবং পরবর্তীকালে নিজের বাবা নাম দিয়ে আরেকটি ভোটার কার্ড সম্ভব হল? এবিষয়ে গোপাল বাড়ুইয়ের সাফাই, 'এসআইআর-এ একটি নাম বাতিল হয়ে যাবে। তখন নির্বাচন কমিশনারের সাইট বন্ধ হয়েগেছিল সংশোধনের ক্ষেত্রে।' অবশ্যই এবিষয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান হরে কৃষ্ণ মণ্ডল জানান, 'বিডিও-কে বিষয়টি জানানো হবে।'

আর্ষ সাহিত্যপত্রের ১৫০তম সংখ্যা প্রকাশ

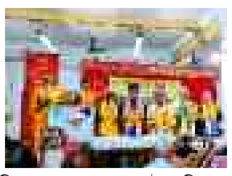

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রত্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় জন্ম নেওয়া দুই ফর্মার এক শীর্ণ শিশুর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী পালিত হল ২৭ অক্টোবর কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাগৃহে। সেদিনের শিশুটি মধুসূদন দরিপা সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র 'আর্ষ' দীর্ঘ ৪৭ বছরে আজ পৃথিবীর ২০টি দেশে পৌঁছে গিয়েছে। দু'হাজারের বেশি কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক কলম ধরেছেন এই পত্রিকার জন্য। লেখার এই ধার-ভার সম্পাদককে বাধ্য করেছে কয়েক বছর ধরে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের তিনটি পৃথক সংখ্যা প্রকাশ করতে। সাহিত্য আকাডেমির প্রাক্তন পূর্বাঞ্চলীয় সচিব রামকুমার মুখোপাধ্যায় মুখ্য অতিথি হিসেবে আর্ষ সাহিত্যপত্রের সার্ধশততম তিনটি পৃথক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সঙ্গে ছিলেন কবি-সাহিত্যিক নৃপেন চক্রবর্তী, দুর্গাদাস মিদ্যা, সুকুমার রুজ, অনীশ ঘোষ, প্রদীপ আচার্য, সিদ্ধার্থ সিংহ, মৃদুল শ্রীমানী প্রমুখ। চারটি ভাষায় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' রবীন্দ্রগান শুনিয়ে উপস্থিত শতাধিক মানুষকে মুগ্ধ করেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়। এই সংখ্যাগুলিতে লিখেছেন কবি রণজিৎ দাস, শ্যামলকান্তি দাস, শংকর চক্রবর্তী, মৃদুল দাসগুপ্ত, যশোধরা রায়চৌধুরি, ভগীরথ মিশ্র, জয়া মিত্র, অমর মিত্র, নবকুমার বসু, নলিনী বেরা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান কর, সুখেন্দু হীরা প্রমুখ। দুশোর বেশি কবিতা, ষাটের বেশি গল্প ও প্রবন্ধে সমৃদ্ধ পত্রিকাটির অন্য দুই সহ-সম্পাদক নিশীথ ষড়ঙ্গী ও সৌমেন রক্ষিত। প্রচ্ছদ দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলংকরণে ত্রিপুরার কবিশিল্পী চিরশ্রী দেবনাথ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পায়রাডাঙ্গা শাখা
পার্বতী মার্কেট, নদিয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪ - এ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পায়রাডাঙ্গা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৭.১২.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পায়রাডাঙ্গা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২২,৩৫,৭৪৯.০০ টাকা** (বাইশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ উনপঞ্চাশ টাকা) (বিবি ১২,৬৪,৫৭৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৯,৭০,৯০৪.০০ টাকা) **১১.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মধুমিতা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - শ্রী তপন মজুমদার** গ্রাম এবং মৌজা - রাউতারি, পো - রাউতারি, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৪৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মধুমিতা এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপন মজুমদার** গ্রাম এবং মৌজা : রাউতারি, পো : রাউতারি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১২৪৮। **২. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** **শ্রী তপন মজুমদার,** পিতা প্রফুল্ল মজুমদার, গ্রাম এবং মৌজা : রাউতারি, পো : রাউতারি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪১২৪৮। **খ) পায়রাডাঙ্গা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : রাউতারি চৌমাথা, জেএল নং ১০৯, খতিয়ান নং আরএস ২৮৪, এলআর ৫১৬, ৬৬৫, ৯৪৩ (পুরানো), বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৫৩৭ (নিজ), প্লট নং ৫৪৩, রাউতারি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : রাউতারি, পিন - ৭৪১২৪৮, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, জমির এরিয়া : ১৪.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৩২৫৩ -২০১০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রী তপন মজুমদার** এর নামে, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার কল্যাণী, নদিয়া, তারিখ ১৩.১০.২০১০ সম্পাদিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক পরে সত্যেন্দ্র নাথ রায় এর সম্পত্তি;দক্ষিণে : বিক্রেতার জমি;পূর্বে : ভেন্ডারের জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	**২২,৩৫,৭৪৯.০০ টাকা** (বাইশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ উনপঞ্চাশ টাকা) (বিবি ১২,৬৪,৫৭৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৯,৭০,৯০৪.০০ টাকা) **১১.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **১৮,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠার লাখ টাকা) খ) **১,৮০,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ আশি হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30051269367** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১২.১১.২০২৫/স্থান : পায়রাডাঙ্গা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি. অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা** নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী তাপস ব্যানার্জি** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতী সুদীপ্তা ব্যানার্জি** (সহ ঋণগ্রহীতা) **অ্যাকাউন্ট নং** ০০৬০৬৭৫১০০০৬৯০৪৯ ০০৬০৬৭৫১০০০৬৯০৮৫ ১১৪৯৬৭৫১০০০০২২৭১	১. ৩০.০৮.২০২৫ ২. ০৭.১১.২০২৫ ৩. **৩২,১৮,৬১৪.০০ টাকা** (বত্রিশ লাখ আঠার হাজার ছশো চোদ্দ টাকা) বকেয়া **১০.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (**০৯.০৮.২০২৫** পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **১০.০৮.২০২৫** থেকে চুক্তি মোতাবেক মতে যৌগিক হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক ফ্ল্যাট, লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ২০০-সি, অবস্থিত ৩য়তল, ব্লক -এ, এরিয়া আনুমানিক পরিমাপ এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১১২৩ বর্গফুট , টাইলস মেঝে, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ২ বারান্দা উক্ত প্রেমিসেসে পরিচিত এবং চিহ্নিত কালীবাড়ি হাউসিং, ভাতেন্ডা, কালীবাড়ি, পো এবং থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩৫, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যথাযথভাবে নির্মিত প্রেমিসেস বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৫৯.০৭ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৩৫ কাঠা ১২ ছটাক ২১ বর্গফুট (কমবেশি), সম্পত্তির প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে। **উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** অ্যাপার্টমেন্টের খালি জমি (একতলায়)। **দক্ষিণে :** সাধারণ করিডর, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ২০০-বি; **পূর্বে :** উক্ত অ্যাপার্টমেন্টের খালি জমি (একতলা) **পশ্চিমে :** সকলের ব্যবহারের করিডর, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ২০০-ডি। **সম্পত্তির ১ম তপশিল** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৫৯.০৭ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৩৫ কাঠা ১২ ছটাক ২১ বর্গফুট (কমবেশি) পুকুর , সিএস দাগ নং ৯৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৭, আরও জমি পরিমাপ ৩৩ ডেসিমেল সমপরিমাপ ১৯ কাঠা ১৫ ছটাক ২০ বর্গফুট (কমবেশি) বাগান বর্তমানে বাস্তু জমি সিএস দাগ নং ৯৬/৬৭৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং২৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৪, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২৬৯৭, আরও ১১.৭০ ডেসিমেল সমপরিমাপ ০৭ কাঠা ০১ ছটাক ১১ বর্গফুট (কমবেশি) বাগান, বর্তমানে বাস্তু জমি সিএস দাগ নং ৯৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৯, আরএস খতিয়ান নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৯০, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২৬৯৭। মোট জমির এরিয়া ০১.৪১৭৭ একর সমপরিমাপ ০৪ বিঘা ০৫ কাঠা ১৩ ছটাক জমি কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : ভাতেন্ডা, জেএল নং ২৮, আরএস ১৯৮, তৌজি নং ২৯৯৮, বর্তমানে ১০, পরগনা কলকাতা, থানা : রাজারহাট, স্থানীয় রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, তদস্থিত বহুতল ভবন (জি-৪) স্থানীয়ভাবে পরিচিত কালীবড়ি হাউসিং, ভাতেন্ডা, কালীবাড়ি, পো এবং থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩৫, আট ব্লক সমন্বিত, ব্লক -এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি ব্লক-ডি, ব্লক -ই, ব্লক-এফ, ব্লক -জি এবং ব্লক -এইচ, অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী লিফট সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা বিভিন্ন ধরনের বসবাসের ফ্ল্যাট, খালি জমি, খোলা কার পার্কিং স্পেস, ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, অবস্থিত মৌজা : ভাতেন্ডা, জেএল নং ২৮, আরএস ১৯৮, তৌজি নং ২৯৯৮, বর্তমানে ১০, পরগনা : কলকাতা, থানা : রাজারহাট, এডিএসআর অফিস বিধাননগর, (সল্ট লেক সিটি), বর্তমানে এডিএসআর অফিস রাজারহাট, স্থানীয় রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, মূল জমির মালিক পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিনিধিত্বকারী জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কালেক্টর কর্তৃক। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে** ২২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক; **দক্ষিণে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৯, প্লট নং ৩ এবং আরএস দাগ নং ২৪৯ প্লট নং ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, এবং ১০এ; **পূর্বে :** ২৪ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক; **পশ্চিমে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৯, প্লট নং ১১, ১২, ১২এ, এবং ১৫।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India ভারত সরকারের উপক্রম A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কর্মরত : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল : ubin0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৮.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি "অনলাইন ই-নিলাম" বিক্রি করা হবে **ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET** ই-কমার্সের **ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com মাধ্যমে।**

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. স্বত্বাধিকারী/দের নাম ঘ. সম্পত্তি আইডি (ই-বিক্রয় পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	বিডের সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ব্যাংক /এসএ -এর কাছে পরিচিত দায়বদ্ধতা / কোনও মামলা বিচারাধীন, যদি থাকে প্রতীকী / বাস্তবিক দখল
১.	**ক) শ্রীমতী শিলা মান্না** **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, যার উপর একটি আবাসিক বাড়ি রয়েছে পরিমাপ প্রায় ৬.২০ শতক (কিছু কম বা বেশি)। বর্তমানে এটি জি + ১ আবাসিক ভবন সংশ্লিষ্ট আর.এস. দাগ নং ১৩৮, ১৪৩, ১৪২, ১৪১, যার সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৯৯-এর অধীনে **শ্রীমতী শিলা মান্না এর নামে আছে।** আরামবাগ পৌরসভা, মৌজা- পশ্চিম কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৩৭, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৫৬, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলী-এর মধ্যে। গিফট ডিড নং আই-৪৮১১/২০১২ তারিখ ১৪.০৯.২০১২ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রীমতী শিলা মান্না। চৌহদ্দি:-** উত্তর - উন্মুক্ত আকাশ এবং তারপর সাধারণ পুকুর; দক্ষিণ - উন্মুক্ত আকাশএবং তারপর প্রশান্ত মাথুর-এর সম্পত্তি; পূর্ব - উন্মুক্ত আকাশ এবং তারপর প্রশান্ত মাথুর-এর সম্পত্তি; পশ্চিম - বৃহত্তর প্লটের ভিতরের পথে সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা। **গ) শ্রীমতী শিলা মান্না** **ঘ) UBINKOLARB9767**	ক) ৩১,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৭,৮০০.০০ টাকা	বিড বর্ধিত পরিমাণ **৩১,৭৮০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি	**৩৩,০৭,৬১৮.১২ টাকা ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয়াদি সহ।	**ক) এস.এ.) নং ১৩৪/২০২১, ডিআরটি - ১, কলকাতা** **খ) প্রতিকী দখল**
২.	**ক) মেসার্স নিউ শ্রীমা ডেকোরেটর্স** **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল দোকান ঘর নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৪০৩ বর্গফুট। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে গোডাউন নং ১, যার পরিমাপ প্রায় ৮২৮ বর্গফুট, যা জি+৩ তলা ভবন 'শেফালী অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত, এর মধ্যে অবস্থিত ০৩ কাঠা ০২ ছটাক ০০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যার মধ্যে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ ক্ষেত্র ও সুযোগ-সুবিধার আনুপাতিক অংশ এবং সমস্ত সুখাধিকার অন্তর্ভুক্ত। মৌজা - বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ৩, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. নং ১৭, দাগ নং ১১৩১ ও ১১৩২ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ৭৩১/১, ৭৪১ ও ৭৩৭-এর অধীনে, কামারহাটি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, হোল্ডিং নং ৬২০ এবং প্রেমিসেস নং ৯/২, কে.সি.সি. মিত্র স্ট্রিট, বেলঘরিয়া, থানা - বেলঘরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৬-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। **মালিক শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জী। চৌহদ্দি:-** উত্তর - দত্তা সাহেবের জমি; দক্ষিণ - শঙ্কর পাল-এর জমি; পূর্ব - লতাবানু পাল-এর জমি; পশ্চিম - কে.সি.সি. মিত্র স্ট্রিট (পৌর রাস্তা)। **গ) শ্রী সুশান্ত ব্যানার্জী** **ঘ) UBINKOLARB9470**	ক) ৩৮,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৫,০০০.০০ টাকা	বিড বর্ধিত পরিমাণ **৩৮,৫০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি।	**৬৪,৩৪,৯৩৬.২০ টাকা ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয়াদি সহ।	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) বাস্তব দখল**
৩.	**ক) মেসার্স ফ্যাশন হাউস** **খ) সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট, মোজাইক ফ্লোরিং সহ, যা গ্রাউন্ড ফ্লোরে, 'স্কাইলার্ক অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৮০০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। এটি মৌজা - সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭২, সি.এস. খতিয়ান নং ৯৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৩৩, দাগ নং ৩০৮৩-এর অন্তর্ভুক্ত, যার উপর নির্মিত। জমিটির পরিমাপ মালিক নং ১-এর জন্য ২ কাঠা এবং মালিক নং ২-এর জন্য ৭ কাঠা (কিছু কম বা বেশি)। দমদম পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের এখতিয়ারের অধীনে, পৌর হোল্ডিং নং ২৩/৩০, ইটালগাছি বস্তি রোড, পোস্ট অফিস - দমদম, কলকাতা- ৭০০ ০২৮। **দীপ বসাক ও ঝুমা বসাকের নামে রয়েছে। চৌহদ্দি:-** উত্তর- ১২ ফুট ইটালগাছি রোড; দক্ষিণ- জি. ভৌমিক এবং শ্রীমতী তারামণি বারুই-এর জমি; পূর্ব- মালিকদের জমি; পশ্চিম- মালিকদের জমি। **গ) দীপ বসাক এবং ঝুমা বসাক** **ঘ) UBINKOLARB1513**	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা	বিড বর্ধিত পরিমাণ **২৮,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি।	**৩৬,২০,৮৪৯.৫০ টাকা ২৮.০২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয়াদি সহ।	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**
৪.	**ক) মিস শ্বেতা সুকুল** **খ) সম্পত্তি:** ১ম ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১এ, বিল্ট আপ এলাকা ৮০০.০০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। 'গ্রিন ভ্যালি, গেট নং ৪', নতুন প্রেমিসেস নং ৮/৭৩, হোল্ডিং নং আরজিএম/২৪/৪৪৪, ইস্ট মল রোড, মন্ডলগাঁতি, থানা - এয়ারপোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ০৮০, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **মিস শ্বেতা সুকুলের নামে রয়েছে। চৌহদ্দি:-** উত্তর দিকে- প্লট নং সি-৩; দক্ষিণ দিকে- প্লট নং সি-১; পূর্ব দিকে- মৌজা - রঘুনাথপুর-এর জমি; পশ্চিম দিকে- ১৬'-০০" চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা। **গ) মিস শ্বেতা সুকুল** **ঘ) UBINKOLARB2992**	ক) ১৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮০,০০০.০০ টাকা	বিড বর্ধিত পরিমাণ **১৮,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের সময় বৃদ্ধি।	**২২,৯১,৯৪১.০০ টাকা ১৫.০৫.২০১৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ ও ব্যয়াদি সহ।	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) প্রতীকী দখল**

কোনও প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : অনুমোদিত অফিসার
শ্রী দেবব্রত সাহা (এজিএম), মো: ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০, ৮৮৬০০ ৬৫৮৫১

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://baanknet.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে https://baanknet.com সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**
বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে"** বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in (খ) https://baanknet.com দরদাতারা https://baanknet.com দেখতে পারেন,** যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য **"নির্দেশিকা"** পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **BAANKNET পোর্টালে** লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৮.১১.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডির পরিমাণ আগে থেকেই সম্পত্তি আইডির সাথে জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. **পরিদর্শনের তারিখ – ২৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা **৫০,০০,০০০/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর AACU0564G বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ১২.১১.২০২৫ / স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার / ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে! রো-কোকে কড়া নির্দেশ বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের সেরা ফর্ম বজায় রাখতে এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতে দেখা যেতে পারে দুই মহাতারকাকে। বোর্ডের তরফে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট নির্দেশ গিয়েছে; ভারতের হয়ে খেলতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটেও অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্ট রোহিত ও বিরাট দু'জনকেই জানিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা যেহেতু টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন, তাই ম্যাচ ফিট থাকতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। অর্থাৎ শুধু আন্তর্জাতিক সিরিজেই নয়, দেশীয় টুর্নামেন্টেও তাঁদের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে মনে করছে বিসিসিআই। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে বিজয় হাজারে ট্রফি, দেশের ওয়ানডে ফরম্যাটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতায় রোহিত ও বিরাট দু'জনকেই দেখতে চায় বোর্ড। জানা গিয়েছে, রোহিত ইতিমধ্যেই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি বিজয় হাজারে খেলবেন। অন্য দিকে, বিরাট কোহলির পক্ষ থেকে এখনও দিল্লি ক্রিকেট সংস্থায় কোনও আনুষ্ঠানিক বার্তা যায়নি। ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজ শেষ করবে ভারত। ধারণা করা হচ্ছে, সেই সিরিজে রোহিত ও বিরাট দু'জনেই খেলবেন। এরপর জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর একটি ওয়ানডে সিরিজের আগে ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতে পারেন তাঁরা। খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে অন্তত তিনটি ম্যাচে অংশ নিতে পারেন রোহিত ও বিরাট। উল্লেখযোগ্যভাবে, রোহিত শেষবার বিজয় হাজারে খেলেছিলেন প্রায় আট বছর আগে, আর বিরাটের শেষ অংশগ্রহণ ছিল তেরো বছর আগে। দীর্ঘদিন পর তাঁদের ঘরোয়া মঞ্চে দেখা গেলে তা হবে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক বড় আকর্ষণ। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে দেশের হয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হলে রোহিত-কোহলিকে নিয়মিত ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের ফিটনেস ও ব্যাটিং ছন্দ বজায় রাখতে ঘরোয়া ক্রিকেটের বিকল্প নেই। বোর্ডও তাই এবার কোনও ছাড় দিতে রাজি নয়। রোহিতের ইতিবাচক সাড়া ইতিমধ্যেই আশার আলো জাগিয়েছে, এখন নজর কোহলির সিদ্ধান্তের দিকে।

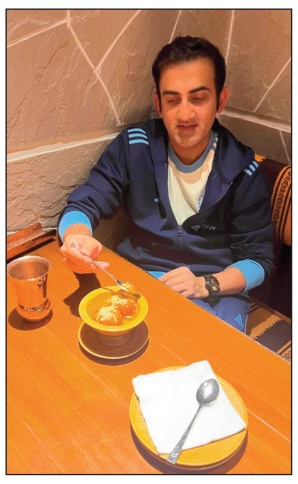

বাংলার মিষ্টিতে মজলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন নিজের ফেসবুকে গোলাপজাম খাওয়ার ছবি পোস্ট করে গুরু গম্ভীর লেখেন 'জীবন ছোট, একে মধুর করে তুলুন'।

Office of the PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist- Murshidabad
Memo No- 202/PGP
Date- 12/11/2025

NIT. No:- 05/PGP/APAS/2025-26. Date of publishing:- **12/11/2025 from 3.00 p.m**
Last Date of Application:- **21/11/2025 upto 5.00 p.m**
Date of issue of tender paper:- **24/11/2025 up to 3.00 p.m**
Last date of Submission of tender paper : **26/11/2025 up to 3.30 p.m**
Dte of opening: 26/11/2025 at 4.00 p.m

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2121, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-70/25-26/SL=1to 2,** Last Date of Bid Submission **03/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2126, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-75/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **04/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2125, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-74/25-26/SL=1 to 8,** Last Date of Bid Submission **04/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2123, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-72/25-26/SL=1 to 7,** Last Date of Bid Submission **04/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2122, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/ APAS/NIT-71/25-26/SL=1to 4,** Last Date of Bid Submission **04/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

(1) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-49/2025-2026 Memo No:-3001/PWD/BM/2025-2026, Dated-04.11.2025
Name of the Work:-13 (Thirteen) Sl. Nos. 1-13 13 Nos. different type of civil work in different location of Bolpur Municipality.
(2) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-50/2025-2026 Memo No:-3002/PWD/BM/2025-2026, Dated-04.11.2025
Name of the Work:-13 (Thirteen) Sl. No. 1-13 13 Nos. different type of civil work in different location of Bolpur Municipality.
(3) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-51/2025-2026 Memo No: 3003/PWD/BM/2025-2026, Dated-04.11.2025
Name of the Work:-8 (Eight) Sl. No. 1-8 8 Nos. Electrical work in different location of Bolpur Municipality.
(4) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-52/2025-2026 Memo No:-3004/PWD/BM/2025-2026, Dated-04.11.2025
Name of the Work:-9 (Nine) Sl. No. 9 9 Nos. different type of civil work in different location of Bolpur Municipality.
(5) WBMAD/ULB/BM/PW/APAS/NIT-53/2025-2026 Memo No:-3005/PWD/BM/2025-2026, Date 04.11.2025
Name of the Work:-1 (One) Sl. No. 1
1 No. Upgradation of toilet in ward no. 11 under of Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 04.12.2025, at PM
for details see Bolpur Municipality for details see Bolpur Municipality

Sd/-Chairman
Bolpur Municipality

BANDIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Barrackpore-II Block)
E-TENDER NOTICE

The Prodhan,Bandipur Gram Panchayat invites e-Tender through e-procurement system from the bonafied and resourceful contractors & outsiders for
NIT No.: 021/APAS/2025-2026, Dated: 08.11.2025 (sl no 1 TO 8)
NIT No.: 022/APAS/2025-2026, Dated:11.11.2025 (sl no 1 TO 7)
NIT No.: 023/2025-2026, Dated:11.11.2025 (sl no 1 TO 2)
NIT No.: 024/APAS/2025-2026, Dated:12.11.2025 (sl no 1 TO 2)
For details may be seen in website: **https://wbtenders.gov.in** and contact at the office of the undersigned, Email id: **bandipur.gp@gmail.com.**

Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1770/25-26 Dated 10.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from Sukdev Mondal towards Biswapati Das at Millanpally Co-operative in Ward No.-14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 73 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,62,552.00
WBMAD/ULB/RSM/1771/25-26 Dated 10.11.2025	Repair and Upgradation Work of R.C.C. Slab Casting over Existing drain from Somnath Ganguly towards Bibhuti Ray at Millanpally Co-operative in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 73 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,09,680.00
WBMAD/ULB/RSM/1772/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and upgradation work of Installation of Railing for Bibi Maa Mandir towards Gopal Das Shop at P. Daspara in Ward No. - 13 under Rajpur - Sonarpur Municipality,Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 77 , (Proposal Serial No.-05) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,05,347.00
WBMAD/ULB/RSM/1773/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Covered Surface Drain from H/O Bablu Nayek towards H/O Abinash Biswas at Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-10, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs.2,56,934.00
WBMAD/ULB/RSM/1774/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Black Top Road from Sabir Ali House towards Gour Mondal house In Ward No- 23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 171, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.2,86,735.00
WBMAD/ULB/RSM/1775/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Black Top Road from Biplab Das House towards Bapon Khatua house In Ward No- 23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 171, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.2,36,134.00
WBMAD/ULB/RSM/1776/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Black Top Road from Chaya Ghosh House towards Santosh Baidya house In Ward No- 23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 171, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.2,69,868.00

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 13/15th CFC (Tied)2025- 2026,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **24.11.2025 upto 9 a.m.** And sealed tender NIT No.12, Memo No RGP/159, Last date of application **14.11.2025 up to 4p.m.**

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No: - (1st Call), 40/2025-26, Memo No: 1754/GM, Dated:- 12.11.2025 (08 No. works), 41/2025-26, Memo No: 1755/GM, Dated: - 12.11.2025 (07 No. works), 42/2025-26, Memo No: 1756/GM, Dated: - 12.11.2025 (07 No. works) & 43/2025-26, Memo No. 1757/GM, Dated:- 11.11.2025 (06 No. works), are invited by Guskara Municipal Authority under Amader Para Amader Samadhan for Booth No.182, 183, 180 & 181 respectively. Last date of bid submission of e-tenders are on 10.12.2025 up to 12:00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2124, Dt. 10/11/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-73/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **04/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1766/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Surface Drain from H/O U.N. Jha towards H/O Binod Jha (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 149 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs.9,67,584.00

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 17-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Latiaboni Gram Panchayat
P.O.- Durlovpur * Dist.- Bankura

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited for execution of 44 Nos. development work vide **e-NIT No. 06 (Sl. No. 01 to 44) (Fund- APAS) 2025-2026, Date- 10.11.2025.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/442/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 12.11.2025
WBMAD/UM/443/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 12.11.2025

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1762/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Covered Surface Drain from H/O Kartick Naskar towards H/O Somnath Sardar at Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-10, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs.7,23,602.00
WBMAD/ULB/RSM/1763/25-26 Dated 10.11.2025	Repair and Upgradation work of Brick Pavement Road from Satyajit Halder towards Pasupati Sardar via Aloke Majumder at Somadpur in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 33 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 6,85,195.00
WBMAD/ULB/RSM/1764/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road From Halder Cycle Shop To Sitala Mandir In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 137, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 8,35,923.00
WBMAD/ULB/RSM/1765/25-26 Dated 10.11.2025	Estimate for Repair and Upgradation Work of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=600mm(High Density Polyethelene Pipes)] from Shitanath School to Soumik Roy in Ward No-06, under Rajpur Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S. Booth No- 219, (Proposal Serial No-1), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 9,75,802.00
WBMAD/ULB/RSM/1767/25-26 Dated 10.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Halder Bari to H/O Naimuddin Halder in Ward No.- 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-284, (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.5,57,829.00
WBMAD/ULB/RSM/1768/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and upgradatin of Concrete Road from h/o dipankar biswas towards subol mondal house in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Apas, Booth No.-178 (Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.6,57,448.00
WBMAD/ULB/RSM/1769/25-26 Dated 10.11.2025	Repairing and upgradation of concrete Road from tapash nath house to byepass link In Ward No- 24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 182, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.8,55,986.00

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BOLSIDDHI KALINAGAR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is hereby invited by the Pradhan Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat D/H-I Dev. Block, South 24 Parganas from the eligible contractors for the following works
(i) **NIT(8)/2025-26, MEMO NO. 682/BKGP/2025-26 Date 12.11.2025**
Bid Submission Closing Date : 04.12.2025 upto 4.30 P.M. Further details are available in the website **www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- **Prodhan**
Bolsiddhi Kalinagar Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of C. Road & Drain	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-16/2025-26	3.23 Lakh	06.12.2025 at 2.00 PM
2.	Reapiring of Road		2.11Lakh	
3.	Const. of C. Road with Drain		1.89Lakh	
4.	Const. of C. Road with Drain		1.47 Lakh	
5.	Beautification of Cross drain		1.53Lakh	
6.	Const. of C. Road		3.04Lakh	
7.	EC Bullah Piling work		3.25Lakh	
8.	Const. of C. Road & Drain		3.12Lakh	
9.	Const. of C. Road & Drain		2.67 Lakh	
10.	Const. of C.Drain		1.36Lakh	
11.	Const. of C. Drain		1.51Lakh	
12.	Const. of high drain		2.36 Lakh	
13.	Const. of C. Road with Drain		3.29Lakh	
14.	Const. of C. Road with Drain		2.99 Lakh	
15.	Const. of C. Road with drain		1.45Lakh	
16.	Const. of C. Road with drain		2.18 Lakh	
17.	Const. of high drain		1.97 Lakh	
18.	Const. of C. Road		1.72 Lakh	
19.	Const. of C. Road & Drain		1.13Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

Seated Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the eNIT-19/CGP/2025-26 AND eNIT-20/CGP/2025-26 Dated 11/11/2025 which is uploaded in the website **https://wbtenders.gov.in**
Tender **ID-2025_ZPHD_945205_1 to 2025_ZPHD_945205_10, 2025_ZPHD_946325_1 to 2025_ZPHD_946325_2.**
FUND: APAS (Amader Para Amader Samadhan)
Last Date of Submission:- **08/12/2025**
Visit the said website to know about those tender.

Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1694/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of concrete road from h/o Kashem Mondal towards byepass link and near Gopinath Mondal house,at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-4(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,19,846.00
WBMAD/ULB/RSM/1695/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface drain from Subrata Bhattacharya house towards R.P Ramesh house at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 4, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,65,585.00
WBMAD/ULB/RSM/1696/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface drain from Rasid Mondal house towards samad seikh house at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 4, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,91,825.00
WBMAD/ULB/RSM/1697/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Tapash Saha to H/O Babu Chakraborth at near Amra Sobai Club in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-121, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,74,726.00
WBMAD/ULB/RSM/1698/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Drain Covere from H/O Shyamol to H/O Sumit Maity in Ward No.- 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-121, (Proposal Serial No.-05), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,04,321.00
WBMAD/ULB/RSM/1699/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface drain from bagala mandir towards gobinda dawn house at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 9, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,42,595.00
WBMAD/ULB/RSM/1700/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface drain from Santu Mondal house towards Dipus tea shop at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 9, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,77,054.00
WBMAD/ULB/RSM/1701/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of concrete road from h/o Adhir Ghosh towards Sudhir Ghosh house and Samir Dawn to Gobinda Dawn house at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-9(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,60,407.00
WBMAD/ULB/RSM/1702/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Brindabon Das towards Kamolendu Halder at Talbagan in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 65 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,09,494.00
WBMAD/ULB/RSM/1703/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Sukdeb Niya towards Denobandhu Barui at Talbagan Shib Mandir in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 65 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,72,495.00
WBMAD/ULB/RSM/1704/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Uttam Ghosh towards Ranjit Mondal at Talbagan Mansatala in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 65 (Proposal Serial No - 04), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,45,674.00
WBMAD/ULB/RSM/1705/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road In Front of ashok Mukherjee House in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-125, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C	Rs. 3,01,141.00
WBMAD/ULB/RSM/1706/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road In Front of Moumita Naskar House in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-125, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,36,255.00
WBMAD/ULB/RSM/1707/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road In Front of Madhu Pandit House in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-125, (Proposal Serial No.-05), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,08,371.00
WBMAD/ULB/RSM/1708/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Mira Naskar to H/O Bidesh Naskar via H/O Rekha Naskar in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-125, (Proposal Serial No.-07), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,05,597.00
WBMAD/ULB/RSM/1709/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain at Uttar Balia Backside of Swapan Ghosh House in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-156, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,11,254.00
WBMAD/ULB/RSM/1710/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain From Mandir Bari to H/O Shantu Mandal para in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-36, (Proposal Serial No.-02.), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,92,625.00
WBMAD/ULB/RSM/1711/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Poritosh Sanphui towards Sankar Mondal at Talbagan in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 65 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,09,657.00
WBMAD/ULB/RSM/1712/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Sony Mondir to Shiv Mondir in Ward No. - 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-233, (Proposal Serial No.-2)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,63,048.00
WBMAD/ULB/RSM/1713/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Concrete Road From Alok Mondal House To Sadananda Halder In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 137, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,44,434.00
WBMAD/ULB/RSM/1714/25-26 Dated 07.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Cover Drain from H/O Sudhin Dhani to H/O Madan Das via H/O Swapan Dey in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-124,(Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,58,055.00
WBMAD/ULB/RSM/1715/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Drain Covere in front of Kidjee Goli in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-153, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,12,709.00
WBMAD/ULB/RSM/1716/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Abdul Manna towards Md. Safuddin at Bank Plot Dabongom Oldeg House App in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-322, (Proposal Serial No.-1)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,80,084.00
WBMAD/ULB/RSM/1717/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of concrete road from h/o Shimul Roy towards Bapi meat shop, at Ward No- 23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-171 (Proposal Serial No - 5) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,53,892.00
WBMAD/ULB/RSM/1749/25-26 Dated 10.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Cover Drain from H/O Aabu Jafor to H/O Chitta Das in Ward No.- 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-286, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,04,762.00
WBMAD/ULB/RSM/1750/25-26 Dated 10.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Bablu Mandal to H/O Aaijul Shek in Ward No. - 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-286, (Proposal Serial No.-02),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,24,972.00
WBMAD/ULB/RSM/1751/25-26 Dated 10.11.2025	Estimate for Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Aabu Jafar Laskar to H/O Shek Aabu in Ward No. - 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-284, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,22,627.00

Bid Submission end date: **04.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

আসাম এনট্রেড লিমিটেড
CIN: U20219WB1985PLC096557
১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩, ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য 30.09.2025 (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯৯.৮৬	১৮৮.৪৩	৬৬৪.৪০	৩৮৮.২৯	৮৪৯.৭২	১,২৮১.২০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	(০.৫১)	৬২.৬২	২২৯.৮৬	৬২.১১	২৭৪.৯৯	৪০৭.০১
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	(০.৫১)	৬২.৬২	২২৯.৮৬	৬২.১১	২৭৪.৯৯	৪০৭.০১
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	(০.০১)	৪৮.৪০	১৭১.৮৯	৪৮.৩৯	১৯৯.৯৫	৩০২.৪৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	(০.০১)	৪৮.৪০	১৭১.৮৯	৪৮.৩৯	১৯৯.৯৫	৩০২.৪৯
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৬,১২০.২২	৫,৯৬৯.৭৭	৬,০৭২.৩২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৩)	৩.৩৬	১১.৯৪	৩.৩৩	১৩.৮৯	২১.০১
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৩)	৩.৩৬	১১.৯৪	৩.৩৩	১৩.৮৯	২১.০১

ক্র. নং	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত বর্ষ ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	২০০.১২	১৮৮.৬৪	৬৬৪.৬০	৩৮৮.৭৬	৮৫০.১১	১,২৮২.১০
২	(০.৫৩)	৬২.৫১	২৩০.০৬	৬১.৯৮	২৭৫.২৭	৪০৬.৯৩
৩	(০.৫৩)	৬২.৫১	২৩০.০৬	৬১.৯৮	২৭৫.২৭	৪০৬.৯৩
৪	(০.৫২)	৪৮.৩০	১৭২.০৯	৪৭.৭৮	২০০.২৩	৩০২.৪০
৫	(০.৫২)	৪৮.৩০	১৭২.০৯	৪৭.৭৮	২০০.২৩	৩০২.৪০
৬	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	-	-	-	৬,৪০০.০৬	৬,২৬৮.৬৩	৬,০৭৮.৫৭
৮ (মূল)	(০.০৪)	৩.৩৬	১১.৯৫	৩.৩২	১৩.৯০	৯.৩০
৮ (মিশ্রিত)	(০.০৪)	৩.৩৬	১১.৯৫	৩.৩২	১৩.৯০	৯.৩০

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।
স্থান : কানপুর
তারিখ : ১২.১১.২০২৫

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- (নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর DIN: 00326317

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘শুটিং শুধু খেলা নয়, এক সম্ভাবনাময় কেরিয়ার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক্সের শুটিং ইভেন্টে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স এখনও দেশবাসীর মনে গর্ব জাগায়। বহু আন্তর্জাতিক পদকজয়ী প্রাক্তন শুটার জয়দীপ কর্মকার এখন তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শক। সম্প্রতি ‘একদিন’ সংবাদপত্রের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর অলিম্পিক্সের অভিজ্ঞতা, ভারতীয় শুটিংয়ের উন্নতির কারণ, বাংলার শুটিংয়ের বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে খোলামেলা মতামত দিলেন। পাশাপাশি তিনি তরুণ শুটারদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং দেশের ক্রীড়াকাঠামো উন্নত করতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার ওপরও জোর দেন। জয়দীপ বিশ্বাস করেন; একাগ্রতা, পরিশ্রম ও সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে ভারত খুব শিগগিরিই শুটিংয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছবে।

প্রশ্ন — লন্ডন অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়া নিঃসন্দেহে আপনার কেরিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?

জয়দীপ — লন্ডন অলিম্পিক্স আমার জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। দেশের পতাকা বুকে নিয়ে বিশ্বের সেরা শুটারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা সত্যিই গর্বের মুহূর্ত। সেখানে পরিবেশ, নিয়ম, এবং মানসিক চাপ; সব কিছুই আলাদা ছিল। আমি প্রতিদিন ধ্যান করতাম, ট্রিগার টানার আগে গভীর শ্বাস নিয়ে মন শান্ত রাখতাম। যদিও অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আমাকে খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবে অনেক পরিণত করেছে। অলিম্পিক্স আমাকে শিখিয়েছ; আসল প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কেউ নয়, নিজের ভিতরের ভয় আর মানসিক অস্থিরতা।

প্রশ্ন — শুটিং এমন একটি খেলা যেখানে মানসিক স্থিরতা মূল চাবিকাঠি। ভারতীয় শুটারদের মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আপনি কী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন গত কয়েক বছরে?

জয়দীপ — এখনকার ভারতীয় শুটাররা আগের তুলনায় অনেক মানসিকভাবে শক্ত। আগে আমরা মানসিক প্রশিক্ষণকে ততটা গুরুত্ব দিতাম না, কিন্তু এখন সেটা খেলাধূলার অংশ হয়ে গেছে। যোগ, ধ্যান, স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট; সবই আজ প্রশিক্ষণের অঙ্গ। তরুণরা বুঝেছে, মন যদি শান্ত না থাকে, তাহলে হাতও স্থির থাকে না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিটি মিলিসেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ, তাই মানসিক নিয়ন্ত্রণই সাফল্যের মূল চাবি। এই মানসিক উন্নতির কারণেই আজ ভারতীয় শুটাররা বিশ্বের বড় প্রতিযোগিতাগুলোতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারছে।

প্রশ্ন — বর্তমানে ভারতীয় শুটাররা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমঞ্চে পদক জিতছে। আপনি কীভাবে দেখছেন এই সাফল্যের ধারাকে?

জয়দীপ — আমি এই ধারাবাহিক উন্নতিকে ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় মনে করি। আজকের শুটাররা আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। ‘Target Olympics Podium Scheme’-এর মতো প্রকল্প খেলোয়াড়দের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে। পাশাপাশি, বিদেশি কোচদের অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ আমাদের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন শুটিংকে অনেকে পেশা হিসেবে নিচ্ছে, শুধু শখ নয়। এই পেশাদার মানসিকতাই ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ শুটিং শক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে।

প্রশ্ন — একসময় বাংলা থেকে বহু দক্ষ শুটার উঠে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই ধারা অনেকটা ম্লান। আপনার মতে এর মূল কারণ কী?

জয়দীপ — এটা সত্যি, বাংলা একসময় ভারতের অন্যতম শুটিং কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এখন অবকাঠামোর অভাব, ভালো রেঞ্জের স্বল্পতা ও পৃষ্ঠপোষকতার ঘাটতি বড় সমস্যা। অনেক প্রতিভাবান তরুণ আছে, কিন্তু তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। কোচের সংখ্যা কম, আধুনিক সরঞ্জামও অপ্রতুল। তাছাড়া সমাজে শুটিং এখনও ততটা জনপ্রিয় নয়, ফলে উৎসাহও কম। আমি মনে করি, রাজ্য সরকার, ক্রীড়া সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যদি একসাথে এগিয়ে আসে, তবে বাংলা আবার সেরা হতে পারে। আমাদের প্রতিভা আছে, দরকার শুধু দিকনির্দেশনা ও সহায়তা।

প্রশ্ন — বাংলায় নতুন প্রজন্মের মধ্যে শুটিং প্রতিভা বিকাশে কোন দিকগুলোতে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন?

জয়দীপ — প্রথমত, বিদ্যালয় পর্যায়ে শুটিং রেঞ্জ গড়ে তোলা দরকার। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই খেলাটার সঙ্গে পরিচিত হলে প্রতিভা গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় ক্লাব ও জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে, যাতে তরুণরা নিজেদের দক্ষতা যাচাই করতে পারে। ভালো কোচ এবং আধুনিক সরঞ্জামের সহজলভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবার ও সমাজের সমর্থন খুব দরকার। সবাইকে বুঝতে হবে; শুটিং কেবল খেলা নয়, এটি একটি সম্ভাবনাময় কেরিয়ার।

প্রশ্ন — বাংলার তরুণ যারা শুটিংয়ে কেরিয়ার গড়তে চায়, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী হবে?

জয়দীপ — আমার পরামর্শ, আগে মনোযোগ দিন বেসিক শেখার দিকে। শুটিংয়ে ধৈর্য, একাগ্রতা ও শৃঙ্খলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে ফল না এলেও হতাশ হবেন না। প্রতিদিনের অনুশীলনই আপনাকে দক্ষ করে তুলবে। ছোট প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নিন, কারণ সেখান থেকেই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি শিখুন, ভিডিও বিশ্লেষণ করুন। আর মনে রাখবেন, খেলায় যেমন জয় আছে, তেমন ব্যর্থতাও শেখার সুযোগ। নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য আসবেই।

প্রশ্ন — আপনার মতে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার শুটিং খেলাটিকে আরও জনপ্রিয় ও সহায়ক করতে কী ধরনের নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারে?

জয়দীপ — সরকারি উদ্যোগ এখানে অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, প্রতিটি রাজ্যে আধুনিক মানের ইনডোর রেঞ্জ গড়ে তোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, কোচদের প্রশিক্ষণ ও খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট তহবিল থাকা উচিত। স্কুল পর্যায়ে ‘ট্যালেন্ট হান্ট’ চালু হলে নতুন প্রতিভা খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি, মিডিয়ায় শুটিং নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোও জরুরি। সরকার যদি খেলোয়াড়দের জন্য স্থায়ী কেরিয়ার পরিকল্পনা ও পুরস্কার ব্যবস্থা চালু করে, তা হলে আরও অনেক তরুণ এই খেলায় আসতে উৎসাহিত হবে।

প্রশ্ন — আপনি ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যতে কোচিং, একাডেমি বা প্রশাসনিক ভূমিকায় থেকে ভারতীয় শুটিংয়ের উন্নয়নে কীভাবে অবদান রাখতে চান?

জয়দীপ — আমি ইতিমধ্যেই তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যুক্ত আছি। আমার লক্ষ্য হল, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমন শুটিং একাডেমি তৈরি করা, যেখানে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা বিনা বাধায় উন্নত প্রশিক্ষণ পেতে পারে। আমি চাই, আমার অভিজ্ঞতা তরুণ প্রজন্মের কাজে লাগুক। প্রশাসনিক স্তরে থেকেও আমি নীতি নির্ধারণে যুক্ত হতে আগ্রহী, যাতে খেলাটার জন্য আরও ভালো পরিবেশ তৈরি হয়। আমার স্বপ্ন; একদিন ভারত বিশ্বের শুটিং পরাশক্তি হয়ে উঠবে এবং সেই যাত্রায় আমিও যাতে সামান্য ভূমিকা রাখতে পারি।

হকি আমার জীবনের শৃঙ্খলার পাঠ

বিট্টু দত্ত

ভারতীয় হকির ইতিহাসে গুরবক্স সিং এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে স্বর্ণপদকজয়ী এই কিংবদন্তি শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরেও ছিলেন অনুপ্রেরণার প্রতীক। দৃঢ় মনোবল, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বগুণে তিনি ভারতীয় হকিকে দিয়েছেন নতুন উচ্চতা। কলকাতার সঙ্গে তাঁর অটুট সম্পর্ক আজও বাঙালি ক্রীড়াপ্রেমীদের গর্ব। খেলোয়াড়, অধিনায়ক ও কোচ; তিন ভূমিকাতেই তিনি রেখে গেছেন অমলিন ছাপ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, লড়াই ও প্রেরণার সোনালি দিনের গল্প শুনতে ‘একদিন’ ‘কথা বলল প্রাক্তন অলিম্পিয়ানের সঙ্গে।

প্রশ্ন — আপনার জীবনের প্রথম দিনগুলোতে কী ভাবে হকির সঙ্গে যুক্ত হলেন? পরিবার কি এই সিদ্ধান্তে সমর্থন করেছিল?

গুরবক্স সিং — ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলার প্রতি টান ছিল। স্কুলে প্রথমে ক্রিকেট খেলতাম, পরে কোচ আমাকে হকির দলে নেওয়ার পর থেকেই মনে হল এই খেলাটাই আমার জন্য। তখন পরিবার একটু দ্বিধায় ছিল; ওরা চাইত আমি পড়াশোনায় মন দিই। কিন্তু যখন দেখল আমি হকিতে মন দিয়ে পরিশ্রম করছি, তখন সবাই পাশে দাঁড়ায়। সত্যি বলতে, পরিবারের সমর্থন ছাড়া এই জায়গায় পৌঁছনো সম্ভব হত না।

প্রশ্ন — ভারতীয় হকি দলে প্রথম সুযোগ পাওয়ার মুহূর্তটা কেমন ছিল? সেই সময়ের কোনও বিশেষ স্মৃতি আছে কি?

গুরবক্স সিং — সেই মুহূর্তটা আজও চোখে ভাসে। প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সি পরে মনে হয়েছিল আমি যেন গোটা দেশের স্বপ্ন বুকের মধ্যে নিয়ে মাঠে নামছি। ট্রায়ালে ভালো খেলার পর টোকিও অলিম্পিকের দলে জায়গা পাই। কোচ বলেছিলেন, ‘এখন দেশ তোমার দিকে তাকিয়ে।’ সেই কথাটাই আমাকে আজও অনুপ্রাণিত করে। প্রথম ম্যাচের উত্তেজনা আর গর্বের অনুভূতি; জীবনের অন্যতম স্মরণীয় সময়।

প্রশ্ন — ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের সোনাজয় এবং ১৯৬৮ মেক্সিকো অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ; দু’টি অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনটি বেশি আবেগঘন ছিল?

গুরবক্স সিং — দুটোই অবিস্মরণীয়,

কিন্তু টোকিও অলিম্পিকের সোনাজয় সবচেয়ে আবেগঘন। কারণ আমরা পাকিস্তানকে হারিয়েছিলাম, যা শুধু খেলার জয় নয়; দেশের মর্যাদার জয়ও ছিল। জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা আর জাতীয় সঙ্গীত শোনা; এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ১৯৬৮ সালের ব্রোঞ্জও কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের প্রতীক, তবে টোকিওর জয় হৃদয়ে অমলিন।

প্রশ্ন — আপনার খেলার সময়ে ভারতীয় হকির অবকাঠামো ও বর্তমান সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা কোথায় দেখেন?

গুরবক্স সিং — আমাদের সময় মাঠ ছিল ঘাসের, এখন অ্যাস্ট্রোটার্ফ। তখন প্রযুক্তি বা পুষ্টিবিদ, ফিটনেস ট্রেনার এসব কিছু ছিল না। আমরা শুধু নিষ্ঠা আর অনুশীলনের জোরে খেলতাম। আজকের খেলোয়াড়রা অনেক আধুনিক সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু সেই সময়ের আবেগ ও নিবেদনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার বিশ্বাস, পুরনো উদ্দীপনা ও আধুনিক ব্যবস্থার মেলবন্ধনই হকিকে আবার শীর্ষে তুলতে পারে।

প্রশ্ন — একজন খেলোয়াড় থেকে কোচ হয়ে ওঠার সময় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল আপনার কাছে?

গুরবক্স সিং — খেলোয়াড় হিসেবে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে ভাবতে হয়, কিন্তু কোচ হিসেবে পুরো দলের চিন্তা করতে হয়। এটা একটা বড় পরিবর্তন। তরুণদের মানসিক ভাবে তৈরি করা, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জোগানো আর শৃঙ্খলা শেখানো; এই কাজগুলো সহজ নয়। অনেক সময় কড়া হতে হয়, আবার কখনও বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়াতে হয়। কোচ হিসেবে শিখেছি, ভালো দল বানাতে শুধু টেকনিক নয়, হৃদয়ের শক্তিও লাগে।

প্রশ্ন — কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আপনার গভীর যোগ রয়েছে; এখানকার হকি সংস্কৃতিকে আপনি কেমনভাবে দেখেন?

গুরবক্স সিং — কলকাতা আমার কাছে ঘরের মতো। এখানকার মানুষ খেলাধূলা ভালোবাসে। একসময় বেটন কাপ বা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে মাঠ ভর্তি থাকত। এখনও প্রতিভা আছে, কিন্তু অবকাঠামো আর উৎসাহ কিছুটা কমেছে। আমি চাই রাজ্য সরকার ও ক্রীড়া সংগঠন একসঙ্গে কাজ করুক, যাতে নতুন প্রজন্ম হকির প্রতি আগ্রহী হয়। পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারতীয় হকিতে বড় অবদান রাখতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন — দীর্ঘ ক্রীড়া জীবনে কোনও ম্যাচ বা মুহূর্ত আছে যেটা আজও আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?

গুরবক্স সিং — হ্যাঁ, ১৯৬৪ সালের ফাইনাল ম্যাচ। পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই জয় আমার জীবনের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক মুহূর্ত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চলেছিল, কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি। তখনই বুঝেছিলাম; টিমওয়ার্কই আসল শক্তি। সেই ম্যাচ আজও আমাকে শেখায়, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, মন স্থির রাখলে জয় আসবেই। এটা শুধু খেলার নয়, জীবনেরও শিক্ষা।

প্রশ্ন — আজকের তরুণ হকি খেলোয়াড়দের জন্য আপনার কী বার্তা থাকবে; বিশেষ করে যারা সীমিত সুযোগের মধ্যেও স্বপ্ন দেখে?

গুরবক্স সিং — আমি বলব, সুযোগের অভাবকে ভয় পেও না। আমি নিজেও ছোট শহর থেকে উঠে এসেছি, কিন্তু অধ্যবসায় আমাকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন অনুশীলন করো, নিজের দুর্বলতা চিনে তা কাটানোর চেষ্টা করো। খেলাটা ভালোবাসো, ফল নিজের সময়েই আসবে। আর মনে রেখো, দেশের হয়ে খেলার গর্বের চেয়ে বড় কিছু নেই। সেটাই তোমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

এক্সিট পোলে খুশির হাওয়া এনডিএ শিবিরে, আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার

পটনা, ১২ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফার ভোট শেষ হওয়ার পরই প্রকাশিত এক্সিট পোলের ইঙ্গিতে এনডিএ শিবিরে উৎসবের আবহ। বেশিরভাগ জরিপেই ইঙ্গিত মিলেছে;নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে শাসক জোট। ফলে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও তাঁর দলের নেতাদের মধ্যে দেখা গেছে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ।

ভোটের পরদিন সকাল থেকেই নীতীশ কুমার সক্রিয়ভাবে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রথমে তিনি পাটনার বিখ্যাত মহাবীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন, তারপর পাটনা সাহিব গুরুদ্বারে প্রণাম করেন। পরে পাটনা হাই কোর্ট মাজারে গিয়ে চাদর অর্পণ করেন।

যদিও তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি, তাঁর মুখের হাসি ও শরীরী ভাষাই স্পষ্ট করে দিয়েছে; তিনি নিশ্চিত নিজের জয় নিয়ে। ওই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জলসম্পদমন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরি ও গ্রামীণ কর্মমন্ত্রী অশোক চৌধুরি।

এক্সিট পোলের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই জেডিইউ ও বিজেপি শিবিরে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দলের নেতারা বলছেন, এবার আবারও নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই বিহারে সরকার গঠিত হবে। আগামী ১৪ নভেম্বর ভোটগণনার দিনেই ফলাফল প্রকাশিত হবে।

এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দফায়। ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় ১৮টি জেলার ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়, আর ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় দফায় ২০টি জেলার ১২২টি আসনে ভোট হয়। সব মিলিয়ে ২৪৩টি আসনের ফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর।

ভোটের পর নীতীশ কুমার এক মুহূর্তও থেমে নেই। ১১ নভেম্বর তিনি দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পাটনার জেডিইউ দফতরে গিয়ে দলের ‘ওয়ার রুম’ ও সংগঠন তদারকি করেন। দলের রাজ্য সভাপতি উমেশ কুশওহা, মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরি ও অন্য নেতাদের সঙ্গে তিনি ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম দফার পর থেকেই নীতীশ কুমার সক্রিয়ভাবে মাঠের পরিস্থিতি ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া নিচ্ছেন। দুই দফার ভোট শেষে পাওয়া ইঙ্গিত ও সমর্থনে তিনি আরও উজ্জীবিত হয়েছেন। এনডিএ শিবিরে এখন কেবল ১৪ নভেম্বরের ফলাফলের অপেক্ষা;তাদের আশা, বিহারের গদি আবারও তাদের হাতেই থাকবে।

মুজফ্ফরপুরে ইভিএমের ছবি-ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে দুই জনের বিরুদ্ধে মামলা

মুজফ্ফরপুর, ১২ নভেম্বর: বিহার ভোট চলাকালীন মুজফ্ফরপুর জেলায় ইভিএমের ছবি ও ভিডিও সামাজিক নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সাইবার থানায় দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রথম ঘটনার সূত্রে জানা গেছে, বরুরাজের এক ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়েই একজন মোবাইল দিয়ে ইভিএমের ছবি তুলেছিলেন। পরে সেটি তিনি নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে আপলোড করেন। পুলিশ সূত্রে ওই ব্যক্তির নাম শনাক্ত করা হয়েছে। আরেকটি ঘটনা সাকরা এলাকায় ঘটে;৬ নভেম্বরের ভোটগ্রহণের সময় সেখানে এক স্থানীয় ব্যক্তি ইভিএমের ভিডিও রেকর্ড করে এবং পরদিন সেটি অনলাইনে শেয়ার করে দেন। বিষয়টি চোখে পড়লে কর্মকর্তারা এর তথ্য সাইবার বিভাগে জানান এবং সেই অনুযায়ী মামলা হল। মুজফ্ফরপুর সাইবার থানার কর্মকর্তারা বলছেন, এখন তারা ছবিগুলো ও ভিডিওর সোর্স, কীভাবে এগুলো ছড়িয়েছে এবং কারা এগুলোকে আরও ছড়িয়েছে;এসব খতিয়ে দেখছেন। সাইবার বিভাগের শীর্ষ একজন বলেন যে, ভোটকেন্দ্রের ভেতর থেকে ইভিএমের ছবি বা ভিডিও নেওয়া নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি ভঙ্গের মধ্যে পড়ে এবং তা আইনের আওতায় আসে। এ ঘটনার আগে সাহেবগঞ্জ এলাকা থেকেও একই ধরনের ছবি ভাইরাল হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল; তখনও

সেই প্রসঙ্গে একটি মামলা রেকর্ড করা হয়েছিল। মোটকথা, অফিসারদের দৃষ্টি এখন ওইসব অনলাইন লিংক ও পোস্টের গতিপথ ট্রেস করতে চেয়ে কেন্দ্রীভূত। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ভোটকক্ষে মোবাইল অথবা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নেয়া নিষেধ ; ভোটের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভোটারদের মোবাইল বাইরে জমা রাখতে বলা হয়। তবুও এই ধরনের ভিডিও-ছবির ঘটনা প্রশ্ন তুলেছে কেন কেন্দ্রগুলোতে এই নিয়ম ঠিকভাবে পালিত হয়নি। স্থানীয় পুলিশ জানান, তদন্ত শেষে নিশ্চিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে ভোটকেন্দ্রে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে কড়াকড়ি বাড়ানো হবে।

১৮ নভেম্বর মহাগঠবন্ধন-এর সরকারের শপথ, এক্সিট পোল ‘অবিশ্বাসযোগ্য’: তেজস্বী যাদব

পটনা, ১২ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই এখন শুরু হয়েছে দাবি-দাওয়ার লড়াই।

এক্সিট পোল বা ভোটোত্তর জরিপে যেখানে এনডিএ জোটের সরকার গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেখানে মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তেজস্বী যাদব সেই সব সমীক্ষাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন।

বুধবার পাটনায় এক সাংবাকি সম্মেলনে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ‘বিহারে এবার পরিবর্তন হওয়া নিশ্চিত। ১৪ নভেম্বর এই ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে, আর ১৮ নভেম্বর মহাগঠবন্ধনের নতুন সরকারই শপথ নেবে। এতে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই।’

তেজস্বীর দাবি, এসআইআর হওয়ার পরেও এবারের নির্বাচনে ২০২০ সালের তুলনায় প্রায় ৭২ লক্ষ বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন;এটাই প্রমাণ করে জনগণ পরিবর্তন চায়। তাঁর কথায়, ‘প্রত্যেক আসনেই ভোটের হার বেড়েছে। এই ভোট পরিবর্তনের ভোট।’

এক্সিট পোলের ফলাফল নিয়ে তেজস্বী বলেন, ‘এই জরিপগুলোর ওপর আমাদের কোনো আস্থা নেই। এগুলো কেবলমাত্র মানসিক চাপ তৈরির একটি কৌশল, যাতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর প্রভাব ফেলা যায়। ভোট শেষ না হতেই এক্সিট পোল প্রকাশ করা হয়েছে; এটাই প্রমাণ করে যে এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।’

আরজেডি নেতার অভিযোগ, প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভোট গণনা ধীর করার চেষ্টা চলছে। তাঁর ভাষায়, ‘জনগণের রায় মহাগঠবন্ধনের পক্ষে স্পষ্ট। তাই এখন নানা অজুহাতে গণনা বিলম্বিত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে যাই কিছু করার চেষ্টা হোক না কেন, লাভের লাভ কিছুই হবে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘যে জায়গায় বিস্ফোরণ বা অশান্তি ঘটেছে, সেখানে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অথচ মানুষের মনে ভয় ধরাতে সেনাবাহিনী দিয়ে ফ্ল্যাগ মার্চ করানো হচ্ছে; এভাবে গণতন্ত্রকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।’

তেজস্বী যাদবের বক্তব্যে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস; তিনি মনে করছেন, বিহারের মানুষ এবার এনডিএ নয়, বরং মহাগঠবন্ধনকেই সরকারে দেখতে চায়। তাঁর সোজাসাপ্টা ঘোষণা, ‘যে কোনো অবস্থায় আমরা জিতব। ১৮ তারিখে আমাদের সরকার শপথ নেবে; এটা নিশ্চিত।’